এক নযরে

আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল

অনুবাদ
ড. নূরুল ইসলাম

মূল
হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক নযরে

আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল

মূল (উর্দূ) : হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

অনুবাদ : ড. নূরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

এক নযরে
আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-৯০
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

جنت کا راستہ

تأليف: حافظ زبير علي زئي

الترجمة البنغالية : الدكتور نور الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة و النشر)

১ম প্রকাশ
জুমাদাল আখেরাহ ১৪৪০ হি./ফাল্গুন ১৪২৫ বাং/ফেব্রুয়ারী ২০১৯ খৃ.

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণে
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী
নির্ধারিত মূল্য
২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

Ak Nozore Ahlehadeethder Aqida o Amol (Jannat Ka Rasta) by **Hafez Zubaer Ali Zai**, Translated into Bengali by Dr. Nurul islam. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH.** Nawdapara (Aam chattar), Airport road, Rajshahi, Bangladesh. Ph: 88-0247-860861. Mob. 01770-800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

অনুবাদকের নিবেদন

(عرض مترجم)

‘পাকিস্তানের আলবানী’ হিসাবে প্রসিদ্ধ খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ রচিত ‘জান্নাত কা রাস্তা’ (جنت کا راستہ) একটি সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান পুস্তিকা। এর পিডিএফ কপি ইন্টারনেটে পাওয়ার পর দ্রুত পড়ে ফেলি এবং অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অতঃপর তা মাসিক **‘আত-তাহরীক’**-এ দুই কিস্তিতে (অক্টোবর-নভেম্বর ২০১৬) ‘জান্নাতের পথ’ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে ‘এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল’ শিরোনামে সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ’তে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।*

অত্র পুস্তিকায় সম্মানিত লেখক আহলেহাদীছদের আক্বীদা, উছূল বা মূলনীতি, আহলেহাদীছদের মর্যাদা, মুহাদ্দিছীনের মাসলাক, ছহীহায়েনের মর্যাদা, তাক্বলীদের অসারতা, ছালাতের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল প্রভৃতি বিষয়ে সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন। সেকারণ পুস্তিকাটি দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটি কুরআন ও সুন্নাহর নিরপেক্ষ অনুসারী প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আশা করি।

মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর সম্মানিত সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’-এর গবেষণা বিভাগের পরিচালক বন্ধুবর আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব পুস্তিকাটি এক নযর দেখে দিয়েছেন। সেকারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে তাঁদের জন্য উত্তম পারিতোষিক কামনা করছি। এই সাথে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পুস্তিকাটি পড়ে যদি একজন ব্যক্তিও হেদায়াত প্রাপ্ত হয় এবং আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে জনমনে সৃষ্ট অহেতুক বিভ্রান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়, তাহ’লে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাটুকু কবুল করেন -আমীন!

লেখক পরিচিতি

জন্ম : 'পাকিস্তানের আলবানী' খ্যাত মুহাদ্দিছ, মুহাক্কিক, মুনাযির (তার্কিক) ও রিজালশাস্ত্রবিদ হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুন পাকিস্তানের সীমান্ত (বর্তমানে খায়বার পাখতুনখোয়া) প্রদেশের এ্যাটোক যেলার হাযরো এলাকার পীরদাদ গ্রামে এক দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের আলী যাঈ গোত্রের মানুষ হওয়ায় তিনি 'আলী যাঈ' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পরদাদা পীরদাদ খান আফগানিস্তানের গযনী থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে আসেন।

শিক্ষাজীবন : স্বীয় গ্রাম পীরদাদে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর সরকারী ডিগ্রী কলেজ, এ্যাটোক থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের পথে ধাবিত হন এবং ১৯৮৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৯০ সালে গুজরানওয়ালার প্রসিদ্ধ আহলেহাদীছ মাদরাসা 'জামে'আ মুহাম্মাদিয়া' থেকে দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেন। তিনি ফায়ছালাবাদের 'বেফাকুল মাদারিস আস-সালাফিয়াহ'-এর পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন এবং ইলমে হাদীছে তাখাছ্ছুছ ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর হাদীছের তাখরীজে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের মানসে তিনি সিন্ধুর খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, রাশেদী বংশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান আল্লামা বদীউদ্দীন শাহ রাশেদীর (১৯২৬-১৯৯৬) সাহচর্যে কয়েক বছর অতিবাহিত করেন। ১৯৯৪ সালে তিনি পুনরায় পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।

জীবনের মোড় পরিবর্তন : তার বয়স যখন ১৫/১৬ বছর তখন তাঁর জনৈক চাচা তাঁকে ছহীহ বুখারী উপহার দেন। ছহীহ বুখারী অধ্যয়নের ফলে যুবায়ের আলী যাঈর জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং তিনি দ্বীনী জ্ঞানার্জনের দিকে মনোনিবেশ করেন। ১৯৭২-৭৪ সালের মধ্যে তিনি আহলেহাদীছ হয়ে যান এবং এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিরক্ষায় আমৃত্যু নিয়োজিত থাকেন।

শিক্ষকমণ্ডলী : হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ বহু স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ ও শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে জ্ঞানার্জন করেন। হাজী আল্লাহ দাত্তাহ তাঁর প্রথম শিক্ষক (১৯৩২-২০০১)। যুবায়ের আলী যাঈ হাজী ছাহেবের জীবনীতে লিখেছেন, 'আমি

যেসব শায়খের নিকট থেকে বেশী উপকৃত হয়েছি, হাজী আল্লাহ দাত্তাহ ছাহেব তাদের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন' *(মাসিক আল-হাদীছ, এ্যাটোক, হাযরো, ১/১ সংখ্যা, জুন'০৪, পৃঃ ৩৫)*। হাজী ছাহেব প্রত্যেক শুক্রবার হাযরো শহরে দরস দিতেন। তাঁর দরস অত্যন্ত উপকারী ও তথ্যবহুল হ'ত *(ঐ)*। তাঁর অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লেন, মাওলানা ফায়যুর রহমান ছাওরী (মৃঃ ১৯৯৬), শায়খ বদীউদ্দীন শাহ রাশেদী সিন্ধী (১৯২৬-১৯৯৬), মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ শাহ রাশেদী (মৃঃ ১৯৯৫), মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (১৯০৯-১৯৮৭), হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপুরী, হাফেয আব্দুস সালাম ভুটবী, হাফেয আব্দুল হামীদ আযহার, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসান রহমানী (১৯১৩-২০০৭) প্রমুখ।

কর্মজীবন : একটি গ্রীক জাহাযের নাবিক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। সে সময় তিনি বিশ্বের অনেক দেশ সফরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং বিশেষতঃ গ্রীক ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি কিছুদিন সারগোদার একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। তিনি প্রসিদ্ধ প্রকাশনা সংস্থা 'দারুস সালাম'-এর রিয়াদ ও লাহোর অফিসে প্রায় ৫ বছর যাবৎ কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পে কাজ করেন। যার মধ্যে ছিল দারুস সালাম থেকে প্রকাশিত সকল হাদীছ গ্রন্থের তাখরীজ ও তাহকীক। দারুস সালাম প্রকাশিত কুতুবে সিত্তাহ-এর একক সংকলনটি তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ রিভিউ করেন। অতঃপর তিনি নিজ জন্মভূমিতে ফিরে এসে 'মাকতাবাতুয যুবায়রী' নামে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলেন। এখানেই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে আমৃত্যু হাদীছ গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন।

পত্রিকা প্রকাশ : ২০০৪ সালের জুন মাসে তিনি 'আল-হাদীছ' নামে একটি উর্দূ মাসিক গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করেন। আমৃত্যু তিনি এ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। অদ্যাবধি এটির প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। তাঁর প্রধান শিষ্য হাফেয নাদীম যহীর বর্তমানে এর সম্পাদক।

রচনাবলী : তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৮০-এর ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে আর কিছু অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। তাঁর রচনা সমূহের মধ্যে নূরুল আইনাইন ফী ইছবাতে রাফ'ইল ইয়াদায়েন (এই লা-জওয়াব গ্রন্থটি পড়ে বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে), জান্নাত কা রাস্তা, হাদিয়্যাতুল মুসলিমীন (ছালাত শিক্ষা), আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিয়াহ ফী উজূবিল ফাতিহা খালফাল ইমাম ফিল-জাহরিয়াহ, তা'দাদে রাক'আতে কিয়ামে রামাযান কা তাহকীকী জায়েযাহ,

আমীন উকাড়বী কা তা'আকুব, আল-কাওলুল মাতীন ফিল-জাহর বিত-তা'মীন, ফাতাওয়া ইলমিয়্যাহ ওরফে তাওযীহুল আহকাম (৩ খণ্ডে ফৎওয়া সংকলন), তাহকীকী, ইছলাহী আওর ইলমী মাক্বালাত (৬ খণ্ডে প্রবন্ধ সংকলন), ছহীহ বুখারী পর ই'তিরাযাত কী ইলমী জায়েযাহ, তাহকীক জুযই রাফ'ইল ইয়াদায়েন, নাছরুল বারী ফী তাহকীকি জুযইল ক্বিরাআত লিল-বুখারী, আযওয়াউল মাছাবীহ ফী তাহকীকি মিশকাতিল মাছাবীহ, দ্বীন মেঁ তাক্বলীদ কা মাসআলাহ, আহলেহাদীছ এক ছিফাতী নাম, তাহকীক মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, তাহকীক ওয়া তাখরীজ মুসনাদুল হুমায়দী, আল-ফাতহুল মুবীন ফী তাহকীকি ত্ববাক্বাতিল মুদাল্লিসীন, আনওয়ারুছ ছহীফা ফিল আহাদীছ আয-যঈফাহ মিনাস সুনান আল-আরবা'আহ, তাহকীক ওয়া তাখরীজ সুনান আত-তিরমিযী, তাসহীলুল হাজাহ ফী তাহকীক ওয়া তাখরীজ সুনান ইবনে মাজাহ, উমদাতুল মাসাঈ ফী তাহকীক ওয়া তাখরীজ সুনান আন-নাসাঈ, নায়লুল মাকছূদ ফী তাহকীক ওয়া তাখরীজ সুনান আবী দাঊদ, আল-আসানীদুছ ছহীহা ফী আখবারিল ইমাম আবী হানীফা, আল-কাওলুল কাভী ফী নাক্বদির রিজাল লিশ-শায়খ যুবায়ের আলী যাঈ (মাওলানা মুহাম্মাদ আরশাদ কামাল সংকলিত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাহাছ-মুনাযারা : তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুনাযির বা তার্কিক। তাঁর যুক্তিপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক মুনাযারায় বহু মানুষ আহলেহাদীছ হয়েছে। তিনি খ্রিস্টান, কাদিয়ানী, দেওবন্দী, জামা'আতুল মুসলিমীন-এর সাথে বহু বিতর্কে বিজয়ী হয়েছেন।

আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসার : যুবায়ের আলী যাঈ হানাফী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ছহীহ বুখারী অধ্যয়ন করে আহলেহাদীছ হয়ে যান। অতঃপর আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় আহলেহাদীছ আলেম। ১৯৮৩ সালে তিনি যখন তাঁর এলাকায় দাওয়াত দেয়া শুরু করেন, তখন সেখানে কোন আহলেহাদীছ ছিল না। অথচ তাঁর দাওয়াতের বরকতে সেখানে ১১টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ স্থাপিত হয়েছে। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, খায়বার-পাখতুনখোয়া প্রভৃতি স্থানে যখনই আহলেহাদীছদেরকে বাহাছ-মুনাযারার চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে, তখনই তিনি সেখানে ছুটে গেছেন এবং মাসলাকে আহলেহাদীছের ঝাণ্ডা উড্ডীন করেছেন।

ভাষা জ্ঞান : তিনি পশতু, উর্দূ, আরবী, ইংরেজী, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ফার্সী ভাষাও অল্পবিস্তর জানতেন। খ্রিস্টানদের সাথে বিতর্কে হিব্রু ভাষাজ্ঞান তাঁর বেশ কাজে দিয়েছিল।

সন্তান-সন্ততি : মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৪ কন্যাসহ অসংখ্য ছাত্র ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মৃত্যু : ২০১৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি নিজ বাড়ীতে হঠাৎ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হন এবং ব্রেন হেমোরেজের দরুন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। পরে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ ৫৭ দিন যাবৎ অচেতন থাকার পর ১০ই নভেম্বর ২০১৩ রবিবার সকাল ৭-টায় রাওয়ালপিণ্ডির এক হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ৫ মাস ১৫ দিন। নিজ গ্রাম পীরদাদ বাজার সংলগ্ন ময়দানে ঐদিন বাদ মাগরিব তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় প্রায় ১০ হাযার মানুষ অংশগ্রহণ করে। হাযরোর ইতিহাসে আর কোন জানাযায় এত মানুষ অংশগ্রহণ করেনি। অতঃপর হাযরোতে তাঁকে দাফন করা হয়। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিয়ে সম্মানিত করুন -আমীন!

মনীষীদের মূল্যায়ন : ১. শায়খ ইরশাদুল হক আছারী বলেন, 'শায়খ যুবায়ের আলী যাঈকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশাল যোগ্যতা দান করেছিলেন। হাদীছ ও ইলমুর রিজালে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আল্লাহ তাঁকে তীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রদান করেছিলেন'।

২. 'মুআর্রেখে আহলেহাদীছ' খ্যাত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, 'তিনি শারঈ জ্ঞানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, আরবী ও উর্দূ ভাষায় বহু গ্রন্থপ্রণেতা এবং শিক্ষক, বাগ্মী ও তার্কিক। হাদীছের তাখরীজে তাঁর অসামান্য দক্ষতা রয়েছে। তিনি হিব্রু ভাষা জানতেন। সমকালীন আলেমদের মধ্যে যা ছিল বিরল দৃষ্টান্ত'।

৩. মাওলানা মাসঊদ আলম বলেন, 'তিনি স্বীয় যুগে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে প্রভূত জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তি প্রদান করেছিলেন। পাকিস্তানে সালাফী দাওয়াতের প্রচার-প্রসারে তাঁর বড় ভূমিকা ও ইখলাছপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল'।

৪. মাওলানা আব্দুল্লাহ নাছের রহমানী বলেন, 'তিনি একজন বড় মাপের আলেম ছিলেন। বিশেষতঃ ইলমুর রিজালে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এমনকি এক্ষেত্রে তিনি পাকিস্তানে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি মুত্তাক্বী, দুনিয়াবিমুখ, নম্র-ভদ্র, তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন' (https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344755)।

এক নযরে
আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল

১. আমাদের আক্বীদা :

আমরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি এবং যবান ও আমলের মাধ্যমে একথার সাক্ষ্য প্রদান করি যে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই’। আল্লাহই একমাত্র আইনদাতা, প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ দূরকারী এবং ফরিয়াদ শ্রবণকারী। আমরা আল্লাহ্র গুণাবলীকে কোন প্রকার আকৃতিদান, সাদৃশ্যদান এবং নির্গুণ সাব্যস্তকরণ ব্যতিরিকেই মানি। তিনি সাত আসমানের উপরে স্বীয় আরশে সমুন্নত আছেন, যেমনভাবে তাঁর শানে প্রযোজ্য। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতা সৃষ্টিজগতের সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। আমাদের অন্তর, যবান ও আমল সবকিছু দ্বারা একথার সাক্ষ্য প্রদান করি যে, مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ‘মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল’। তিনি সর্বশেষ নবী, সকল সৃষ্টির ইমাম, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সত্য পথপ্রদর্শক এবং তাঁর অনুসরণ আবশ্যক। তাঁর নবুঅত, ইমামত (নেতৃত্ব) ও রিসালাত ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাঁর কথা, কাজ ও স্বীকৃতি সবই প্রামাণ্য দলীল। তাঁর প্রকৃত অনুসরণের মধ্যে উভয় জগতে সফলতা লাভের নিশ্চয়তা এবং তাঁর নাফরমানীতে নিশ্চতভাবে উভয় জগতে ব্যর্থতা ও ধ্বংস নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে এথেকে রক্ষা করুন!

আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে দলীল ও সত্যের মানদণ্ড মনে করি। কুরআন ও হাদীছ দ্বারা যেহেতু এটা প্রমাণিত আছে যে, মুসলিম উম্মাহ পথভ্রষ্টতার উপরে একত্রিত হ’তে পারে না,[১] সেহেতু আমরা ইজমায়ে উম্মতকেও[২] হুজ্জাত (দলীল) মনে করি। স্মর্তব্য যে, ছহীহ হাদীছের বিপরীতে ইজমা হয়-ই না। আমরা সকল ছাহাবীকে ন্যায়পরায়ণ এবং আমাদের প্রিয়পাত্র মনে করি। সব ছাহাবীকে ‘হিযবুল্লাহ’ (আল্লাহ্র দল)

---

১. মুস্তাদরাকে হাকেম ১/১১৬, হা/৩৯৯, ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে।

২. এখানে উম্মত বলতে মূলত ছাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। যেমন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَى الْاِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ ‘যে ব্যক্তি (ছাহাবীগণের পরে) ইজমা-এর দাবী করে সে মিথ্যাবাদী’ (ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন ১/২৪)।-অনুবাদক।

এবং আল্লাহ্র ওলী মনে করি। তাঁদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করাকে ঈমানের অঙ্গ মনে করি। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি। আমরা তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং মুসলমানদের ইমাম যেমন ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ বিন হাম্বল, আবু হানীফা, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ (রহঃ) প্রমুখকে ভালবাসি। যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমরা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করি।

তাওহীদ, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রিসালাত এবং তাক্বদীরের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমরা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল-এর নবুঅত ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করি। কুরআন মাজীদকে আল্লাহ তা'আলার কালাম (বাণী) মনে করি। কুরআন মাজীদ 'মাখলূক' (সৃষ্ট) নয়। আমরা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধিরও প্রবক্তা। অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে ঈমান বাড়ে ও কমে। আমাদের পূর্বসুরি আলেমগণ আহলে সুন্নাতের যেসব আক্বীদা বর্ণনা করেছেন, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। যেমন ইমাম ইবনু খুযায়মাহ, ওছমান বিন সাঈদ আদ-দারেমী, বায়হাকী, ইবনু আবী আছেম, ইবনু মান্দাহ, আবু ইসমাঈল আছ-ছাবূনী, আব্দুল গণী মাকদেসী, ইবনু কুদামা, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, আজুর্রী, লালকাঈ প্রমুখ। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি রহম করুন!

২. আমাদের উছূল বা মূলনীতি :

হাদীছ 'ছহীহ' (বিশুদ্ধ) বা 'যঈফ' (দুর্বল) হওয়ার ভিত্তি হচ্ছেন মুহাদ্দিছীনে কেরাম। যে হাদীছের বিশুদ্ধতা বা বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য রয়েছে, সে হাদীছ সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে ছহীহ এবং বর্ণনাকারীও অবশ্যই বিশ্বস্ত। অনুরূপভাবে যে হাদীছের দুর্বলতা বা বর্ণনাকারীর ত্রুটির ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের ঐকমত্য রয়েছে, সে হাদীছ নিশ্চিতভাবে ত্রুটিযুক্ত। যে হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা এবং বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা ও ত্রুটির ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ হবে (এবং সমন্বয় সাধন অসম্ভব হবে), তখন সর্বদা বিশ্বস্ত, অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিছগণের অধিকাংশের তাহকীক ও সাক্ষ্যকে সঠিক বলে মেনে নিতে হবে। এই মূলনীতিগুলিকে সামনে রেখে এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় কিছু

মতভেদপূর্ণ মাসআলার ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত আলোচনা করা হ'ল। আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে মুসলিম ও মুমিন হিসাবে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করেন এবং ইসলাম ও ঈমানের উপরেই মৃত্যু দেন- আমীন!

৩. আহলেহাদীছগণের মর্যাদা :

একথা সম্পূর্ণ ঠিক যে, কুরআন মাজীদ উম্মতে মুহাম্মাদীকে 'মুসলিম' উপাধি দিয়েছে। কিন্তু এ সত্যও ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, মুসলমানদের একটি বিশেষ দল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের সাথে যাদের জ্ঞানগত ও আমলগত ভালবাসা ছিল, তারা নিজেদেরকে 'আহলেহাদীছ' উপাধিতে ভূষিত করে এসেছেন।[৩] মুসলমানদের জন্য আহলে সুন্নাত, আহলেহাদীছ প্রভৃতি উপাধি অসংখ্য ইমাম থেকে প্রমাণিত। যেমন মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন, ইবনুল মাদীনী, বুখারী, আহমাদ বিন সিনান, ইবনুল মুবারক, তিরমিযী (রহঃ) প্রমুখ। কোন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম বা আলেম থেকে এর অস্বীকৃতি বর্ণিত নেই। সুতরাং উক্ত উপাধিগুলো সঠিক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। সকল নির্ভরযোগ্য আলেম 'আহলেহাদীছ' ও 'আছহাবুল হাদীছ'কে সাহায্যপ্রাপ্ত দল (طائفة منصورة) সম্পর্কিত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন।[৪]

যেমন জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- 'আমার উম্মতের একটি দল ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা হক-এর উপরে লড়াই করবে এবং বিজয়ী থাকবে'।[৫]

এ হাদীছটি সম্পর্কে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, يَعْنِىْ أَهْلَ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আহলেহাদীছ।[৬]

---

৩. খাতেমায়ে এখতেলাফ, পৃঃ ১০৭, ১০৮।
৪. তিরমিযী হা/২২২৯।
৫. মুসলিম হা/১৯২৩; মিশকাত হা/৫৫০৭ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ঈসার অবতরণ' অনুচ্ছেদ; খতীব বাগদাদী, মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফিঈ, পৃঃ ৩৪, সনদ হাসান।
৬. মাসআলাতুল ইহতিজাজ বিশ-শাফেঈ, পৃঃ ৩৫, সনদ ছহীহ।

'আছহাবুল হাদীছ' ও 'আহলেহাদীছ' দু'টিই একই জামা'আতের বৈশিষ্ট্যগত নাম। ইমাম আহমাদ বিন সিনান আল-ওয়াসেতী (মৃঃ ২৫৯ হিঃ) বলেছেন, لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مُبْتَدِعٌ إِلاَّ وَهُوَ يُبْغِضُ أَهْلَ الْحَدِيْثِ، وَإِذَا ابْتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَ حَلاَوَةُ الْحَدِيْثِ مِنْ قَلْبِهِ– 'দুনিয়াতে এমন কোন বিদ'আতী নেই, যে আহলেহাদীছদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। যখন কোন ব্যক্তি বিদ'আত করে, তখন তার অন্তর থেকে হাদীছের স্বাদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়'।[৭]

আহলেহাদীছ ও আহলুল আছারদের মর্যাদা জানার জন্য খতীব বাগদাদীর শারফু আছহাবিল হাদীছ, যাহাবীর তাযকিরাতুল হুফফায এবং আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভীর ইমামুল কালাম (পৃঃ ২১৬) প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন!

৪. মুহাদ্দিছীনের মাসলাক :

জনৈক ব্যক্তি শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ তায়ালেসী, দারেমী, বাযযার, দারাকুৎনী, বায়হাকী, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ইয়া'লা মুছেলী (রহঃ) প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ কি মুজতাহিদগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, না কোন ইমামের মুক্বাল্লিদ ছিলেন? তিনি 'আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন' বলে উত্তর দেন,

أَمَّا الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ فَإِمَامَانِ فِي الْفِقْهِ مِنْ أَهْلِ الْاِجْتِهَادِ. وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَنَحْوُهُمْ فَهُمْ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْحَدِيْثِ. لَيْسُوْا مُقَلِّدِيْنَ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ ... وَهَؤُلاَءِ كُلُّهُمْ يُعَظِّمُوْنَ السُّنَّةَ وَالْحَدِيْثَ–

'ইমাম বুখারী ও আবুদাঊদ দু'জনেই ফিক্বহের ইমাম ও মুজতাহিদ (মুতলাক্ব)। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযায়মাহ, আবু ই'য়ালা, বাযযার প্রমুখ আহলেহাদীছ মাযহাবের উপরে ছিলেন। তারা কোন নির্দিষ্ট আলেমের মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। ...তাঁরা সবাই

৭. হাকেম, মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৪, সনদ ছহীহ।

সুন্নাহ ও হাদীছকে সম্মান করতেন’।[৮]

ইমাম বায়হাকী স্বীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘আস-সুনানুল কুবরা’তে (১০/১১৩) তাক্বলীদের বিরুদ্ধে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। সুতরাং নিজেদের কৃতিত্ব যাহির করা এবং সংখ্যা বৃদ্ধির অভিলাষে মুহাদ্দিছগণের উপর অনর্থক মিথ্যারোপ করে তাদেরকে মুক্বাল্লিদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ভুল। স্মর্তব্য যে, আহলেহাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের অনুসারীগণ।[৯] আহলেহাদীছদের এটা অনেক বড় মর্যাদা যে, তাদের ইমামে আ‘যম বা বড় ইমাম শুধু নবী করীম (ছাঃ)।[১০]

৫. ছহীহায়েনের মর্যাদা :

এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা রয়েছে যে, ছহীহায়েনের (ছহীহুল বুখারী ও ছহীহ মুসলিম) সকল মুসনাদ[১১] মুত্তাছিল[১২] মারফূ[১৩] হাদীছ সমূহ ছহীহ এবং অকাট্যভাবে বিশুদ্ধ।[১৪]

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলছেন,

أَمَّا الصَّحِيْحَانِ فَقَدِ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُوْنَ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْهِمَا مِنَ الْمُتَّصِلِ الْمَرْفُوعِ صَحِيْحٌ بِالْقَطْعِ، وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ إِلَى مُصَنِّفَيْهِمَا، وَأَنَّهُ كُلُّ مَنْ يُهَوِّنُ أَمْرَهُمَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ مُتَّبِعُ غَيْرِ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ-

‘ছহীহায়েন অর্থাৎ ছহীহ বুখারী ও মুসলিম সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ একমত হয়েছেন যে, এ দু’য়ের মধ্যে মুত্তাছিল মারফূ‘ যত হাদীছ রয়েছে, সবই

---

৮. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২০/৪০।
৯. ঐ ৪/৯৫।
১০. তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/৫২, বনী ইসরাঈল ৭১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.। আরো দেখুন : ঐ ১/৩৭৮, আলে ইমরান ৮১ ও ৮২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।
১১. যে মারফূ বর্ণনার সনদ নবী করীম (ছাঃ) পর্যন্ত মুত্তাছিল (অবিচ্ছিন্ন) তাকে মুসনাদ বলে (দ্র. ড. মাহমূদ আত-তহহান, তায়সীরু মুছত্বলাহিল হাদীছ (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা‘আরিফ, ৯ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খৃ.), পৃ. ১৩৫)। -অনুবাদক।
১২. যে বর্ণনার সনদ মুত্তাছিল; চাই তা মারফূ হোক বা মাওকূফ, তাকে মুত্তাছিল বলে (দ্র. ঐ, পৃ. ১৩৬)। -অনুবাদক।
১৩. যে বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ)-এর কথা, কর্ম, সমর্থন বা গুণ বর্ণিত হয়েছে তাকে মারফূ বলে (দ্র. ঐ, পৃ. ১২৮-২৯)। -অনুবাদক।
১৪. মুকাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৪১; ইবনু কাছীর, ইখতিছারু উলূমিল হাদীছ, পৃঃ ৩৫।

অকাট্যভাবে ছহীহ। আর মুহাদ্দিছগণ এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, গ্রন্থ দু'টি এর সংকলকদ্বয় পর্যন্ত মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। যে ব্যক্তি ঐ দুই গ্রন্থ সম্পর্কে হীন ধারণা পোষণ করবে, সে বিদ'আতী এবং মুসলিম উম্মাহ্র বিরোধী তরীকার অনুসারী'।[১৫]

৬. তাক্বলীদ :

নবী নন এমন ব্যক্তির কথা বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে তাক্বলীদ বলে।[১৬] এই সংজ্ঞার উপরে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা রয়েছে।[১৭] 'আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ' অভিধানে তাক্বলীদের নিম্নোক্ত অর্থ লিপিবদ্ধ রয়েছে- 'চিন্তা-ভাবনা না করে বা বিনা দলীলে অনুসরণ, অনুকরণ ও সোপর্দ করা'। বিনা দলীলে অনুসরণ, চোখ বন্ধ করে কারো পিছে চলা, কারো অনুকরণ করা। যেমন- قَلَّدَ الْقِرْدُ الْإِنْسَانَ 'বানরটি লোকটির অনুকরণ করল'।[১৮]

জনাব মুফতী আহমাদ ইয়ার নাঈমী বাদায়ূনী ব্রেলভী ইমাম গাযালী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلٍ بِلاَ حُجَّةٍ 'বিনা দলীলে কারো কোন কথা মেনে নেওয়াকে তাক্বলীদ বলে'।[১৯]

আশরাফ আলী থানবী দেওবন্দীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, 'তাক্বলীদের স্বরূপ কি এবং তাক্বলীদ কাকে বলে'? তিনি জবাবে বলেন, 'বিনা দলীলে উম্মতের কারো কথা মেনে নেওয়াকে তাক্বলীদ বলে'। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর কথা মানাকেও কি তাক্বলীদ বলা হবে'? তিনি বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুম মানাকে তাক্বলীদ বলা হবে না। সেটাকে ইত্তেবা (অনুসরণ) বলা হয়'।[২০] স্মর্তব্য যে, উছূলে ফিক্বহে লিখিত আছে যে, কুরআন মানা, রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ মানা, ইজমা মানা, সাক্ষীদের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা করা, সাধারণ মানুষের আলেমদের নিকট প্রত্যাবর্তন করা (এবং মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করা) তাক্বলীদ নয়।[২১]

---

১৫. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো: দারুত তুরাছ, ১৩৫৫ হিঃ) ১/১৩৪ পৃঃ।
১৬. মুসাল্লামুছ ছুবূত, পৃঃ ২৮৯।
১৭. ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, পৃঃ ৮৩৬।
১৮. আল-ক্বামূসুল ওয়াহীদ, পৃঃ ১৩৪৬। আরো দেখুন : আল-মু'জামুল ওয়াসীত, পৃঃ ৭৫৪।
১৯. জাআল হক, ১/১৫, পুরাতন সংস্করণ।
২০. আল-ইফাযাতুল ইয়াওমিয়াহ/মালফূযাতে হাকীমুল উম্মাত ৩/১৫৯, বচন নং ২২৮।
২১. মুসাল্লামুছ ছুবূত, পৃঃ ২৮৯; আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর ৩/৪৫৩।

মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ আস‘আদী দেওবন্দী তাক্বলীদের পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে লিখেছেন যে, ‘বিনা দলীলে কারো কথা মেনে নেওয়া। তাক্বলীদের মূলতত্ত্ব এটাই। কিন্তু ...’।[২২] এই প্রকৃত সত্যকে বাদ দিয়ে কথিত দেওবন্দী ফকীহদের অপব্যাখ্যা শোনার কোন কারণ নেই।

আহমাদ ইয়ার নাঈমী ছাহেব লিখেছেন যে, ‘এই সংজ্ঞা থেকে জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করাকে তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা তাঁর প্রত্যেকটি কথা ও কাজ শারঈ দলীল। তাক্বলীদের ক্ষেত্রে শারঈ দলীলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। সুতরাং আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে অভিহিত করা হবে, মুক্বাল্লিদ নয়। এভাবে সাধারণ মুসলমানরা যে কোন আলেমের অনুসরণ করে থাকে, এটাকেও তাক্বলীদ বলা যাবে না। কেননা কেউই ঐ আলেমদের কথা বা কর্মকে নিজের জন্য দলীলরূপে গ্রহণ করে না’।[২৩]

আল্লাহ তা‘আলা ঐ কথার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন, যা জানা নেই *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*। অর্থাৎ দলীলবিহীন কথার অনুসরণ নিষিদ্ধ। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর কথা স্বয়ং দলীল এবং ইজমার হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে দলীল কায়েম রয়েছে, সেজন্য কুরআন, হাদীছ ও ইজমা মানা তাক্বলীদ নয়।[২৪] আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর বিপরীতে যেকোন ব্যক্তির তাক্বলীদ করার অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর রিসালাতে শিরক (شرك فى الرسالة) করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনের মধ্যে রায়ের আলোকে ফৎওয়া দেয়ার নিন্দা করেছেন।[২৫] ওমর (রাঃ) আহলুর রায়কে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের দুশমন আখ্যা দিয়েছেন (أَصْبَحَ أَهْلُ الرَّأْيِ أَعْدَاءَ السُّنَنِ)।[২৬] ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন যে, এই আছারের সনদ অত্যন্ত বিশুদ্ধ।[২৭]

---

২২. উছূলুল ফিক্বহ, পৃঃ ২৬৭।
২৩. জাআল হক ১/১৬।
২৪. ইবনুল হুমাম, আত-তাহরীর ৪/২৪১, ২৪২; ফাওয়াতিহুর রাহমূত ২/৪০০।
২৫. বুখারী হা/৭৩০৭, ২/১০৮৬।
২৬. ই‘লামুল মুওয়াক্কি‘ঈন ১/৫৫।
২৭. ঐ।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেছেন, وَأَمَّا زَلَّةُ عَالِمٍ، فَإِنِ اهْتَدَى فَلاَ تُقَلِّدُوْهُ دِيْنَكُمْ 'আলেমের ভুলের ব্যাপারে বক্তব্য হ'ল, যদি তিনি হেদায়াতের উপরেও থাকেন, তবুও তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তার তাক্বলীদ করো না'।[২৮] উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, والموقوف هو الصحيح 'আর (এটি) মাওকূফ (বর্ণনা) হওয়াই ছহীহ'।[২৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ)ও তাক্বলীদ থেকে নিষেধ করেছেন।[৩০] চার ইমামও (ইমাম মালেক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও আহমাদ বিন হাম্বল তাদের নিজেদের এবং অন্যদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন।[৩১] কোন ইমাম থেকেও এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই যে, তিনি বলেছেন 'আমার তাক্বলীদ করো'। এর বিপরীতে একথাই প্রমাণিত রয়েছে যে, চার মাযহাবের তাক্বলীদের বিদ'আত হিজরী চতুর্থ শতকে শুরু হয়েছে।[৩২]

এ বিষয়ের উপর মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, অজ্ঞতার অপর নাম তাক্বলীদ এবং মুক্বাল্লিদ জাহেল (মূর্খ) হয়ে থাকে।[৩৩] ইমামগণ তাক্বলীদের খণ্ডনে বই-পুস্তক লিখেছেন। যেমন ইমাম আবু মুহাম্মাদ কাসেম বিন মুহাম্মাদ আল-কুরতুবীর (মৃঃ ২৭৬ হিঃ) 'আল-ঈযাহ ফির-রদ্দি আলাল মুক্বাল্লিদীন'(الإيضاح في الرد على المقلدين) গ্রন্থটি।[৩৪] পক্ষান্তরে কোন একজন নির্ভরযোগ্য ইমাম থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই যে, তিনি তাক্বলীদের আবশ্যকতা বা বৈধতার ব্যাপারে কোন গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছেন।

মুক্বাল্লিদরা পরস্পরের সাথে রক্তাক্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে।[৩৫] একজন

---

২৮. ইমাম অকী', কিতাবুয যুহদ ১/৩০০, হা/৭১, সনদ হাসান; আবুদাঊদ, কিতাবুয যুহদ, পৃঃ ১৭৭, হা/১৯৩; হিলয়াতুল আওলিয়া ৫/৯৭; ইবনু আব্দিল বার্র, জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহি ২/১৩৬; ইবনু হাযম, আল-ইহকাম ৬/২৩৬; ইবনুল ক্বাইয়িম ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন (২/২৩৯) গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন।

২৯. আল-ইলালুল ওয়ারিদাহ ৬/৮১, প্রশ্ন নং ৯৯২।

৩০. আস-সুনানুল কুবরা ২/১০, হা/২০৭০, সনদ ছহীহ।

৩১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২/১০, ২১১; ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/১৯০, ২০০, ২০৭, ২১১, ২২৮।

৩২. ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/২০৮।

৩৩. জামে'উ বায়ানিল ইলম ২/১১৭; ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন ২/১৮৮, ১/৭।

৩৪. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১৩/৩২৯।

৩৫. মু'জামুল বুলদান ১/২০৯, ৩/১১৭; ইবনুল আছীর, আল-কামিল ৮/৩০৭, ৩০৮; অফায়াতুল আ'য়ান ৩/২০৮।

আরেকজনকে কাফের আখ্যা দিতে থাকে।[৩৬] তারা বায়তুল্লাহতে চার মুছাল্লা কায়েম করে মুসলিম উম্মাহকে চার ভাগে বিভক্ত করেছে। চার আযান, চার ইকামত এবং চারজনের ইমামতি! যেহেতু প্রত্যেক মুক্বাল্লিদ তার ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী নিজ ইমাম ও অনুসরণীয় ব্যক্তির সাথে বন্ধনযুক্ত রয়েছে, সেজন্য তাক্বলীদের কারণে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে কখনো ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই আসুন! আমরা সকলে মিলে কুরআন ও সুন্নাহ্র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরি। কুরআন ও সুন্নাহ্র মাঝেই ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার পূর্ণ নিশ্চয়তা রয়েছে।

৭. ছালাত :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوْا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوْا...

‘নবী করীম (ছাঃ) যখন মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন তাকে বলেন, তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। সুতরাং তাদেরকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিবে। যখন তারা তাওহীদের পরিচয় লাভ করবে তখন তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ দিনে-রাতে তাদের উপরে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। যখন তারা ছালাত আদায় করতে শুরু করবে...’।[৩৭]

ফরয ও নফল ছালাতের সংখ্যা, রাক‘আত এবং সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্বীয় উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى ‘তোমরা যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবে ছালাত আদায় করো’।[৩৮]

---

৩৬. যাহাবী, মীযানুল ই‘তিদাল ৪/৫২; আল-ফাওয়াইদুল বাহিইয়াহ ফী তারাজুমিল হানাফিয়াহ, পৃঃ ১৫২-৫৩।

৩৭. বুখারী ১/১৯৬, হা/১৪৫৮, ২/১০৯৬, হা/৭৩৭২; মুসলিম ১/৩৬, হা/১৯।

৩৮. বুখারী ১/৮৮, হা/৬৩১, ২/৮৮৮, হা/৬০০৮, ২/১০৭৬, হা/৭২৪৬।

ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট থেকে ছালাতের পদ্ধতি শিখেছেন। তাঁরা সেই বরকতময় পদ্ধতিকে হাদীছ রূপে মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন। এজন্য এটা প্রমাণিত যে, মুসলিম উম্মাহ হাদীছের মাধ্যমেই ছালাতের পদ্ধতি শিখেছে। মুসলিম উম্মাহ্র যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ছালাতের পদ্ধতি ঐ হাদীছ সমূহের বিপরীত যেমন মালেকীদের হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় প্রভৃতি, তাদের উচিত হ'ল ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে নিজেদের ছালাতকে সংশোধন করে নেয়া।

৮. ছালাতের ওয়াক্ত সমূহ[৩৯] :

(ছালাতের ওয়াক্ত সমূহের ব্যাপারে) হাদীছে জিবরীলে আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে যোহরের ছালাত পড়ান। অতঃপর বস্তুর ছায়া একগুণ হলে আছর পড়ান... এবং দ্বিতীয় দিন বস্তুর ছায়া একগুণ হলে যোহর এবং দুইগুণ হলে আছরের ছালাত পড়ান। গতকালের মতো সূর্যাস্তের পর মাগরিব পড়ান... এবং বলেন যে, يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ. وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ– 'হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের ছালাতের ওয়াক্ত। আর ছালাতের সময় এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী'। এ হাদীছটি ইমাম তিরমিযী *(হা/১৪৯; মিশকাত হা/৫৮৩)* প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান।[৪০] এ জাতীয় হাদীছ সমূহ জাবের (রাঃ) প্রমুখ থেকেও উত্তম সনদ সমূহে বর্ণিত রয়েছে। নিমবী হানাফী বলেছেন, 'আমি কোন সুস্পষ্ট ছহীহ বা যঈফ হাদীছ পাইনি, যা এর প্রতি নির্দেশ করে যে, যোহরের ওয়াক্ত বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত'।[৪১]

স্মর্তব্য যে, কিছু দেওবন্দী ও ব্রেলভী এ বিষয়ে দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট ধারণাসমূহ পেশ করে থাকেন। অথচ উছূলে ফিক্বহে এ স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম

---

৩৯. ছালাতের ওয়াক্ত সমূহের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৫৩-৫৫। -অনুবাদক।

৪০. নিমবী হানাফী, আছারুস সুনান, পৃঃ ১২২, হা/১৯৪। তিনি বলেন, إسناده حسن 'এর সনদ হাসান'।

৪১. আছারুস সুনান (উর্দূ অনুবাদ), পৃঃ ১৬৮, হা/১৯৯।

রয়েছে যে, মানতূক[৪২] (منطوق) মাফহূম[৪৩] (مفهوم)-এর উপর প্রাধান্য লাভ করে।[৪৪]

৯. নিয়তের বিধান :

এতে সন্দেহ নেই যে, নিয়তের উপরেই আমলের ভিত্তি।[৪৫] কিন্তু নিয়ত বলা হয় মনের সংকল্প ও ইচ্ছাকে। আর সংকল্প ও ইচ্ছার স্থান হল মানুষের অন্তর, যবান নয়।[৪৬] মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করার নীতি এটা না নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, না কোন ছাহাবী থেকে আর না কোন তাবেঈ থেকে'... ।[৪৭]

১০. মোযার উপরে মাসাহ :

ইমাম আবুদাঊদ আস-সিজিস্তানী (রহঃ) বলেছেন,

وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِىَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

'আলী বিন আবু ত্বালেব, ইবনু মাসঊদ, বারা ইবনু আযিব, আনাস বিন মালেক, আবু উমামা, সাহল বিন সা'দ, আমর বিন হুরাইছ মোযার উপরে মাসাহ করেছেন। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকেও মোযার উপরে মাসাহ বর্ণিত আছে'।[৪৮]

ছাহাবায়ে কেরামের এই আছারগুলো মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা (১/১৮৮-১৮৯), মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক (১/১৯৯-২০০), ইবনু হাযম-এর মুহাল্লা (২/৮৪), দূলাবীর আল-কুনা (১/১৮১) প্রভৃতি গ্রন্থে সনদসহ মওজূদ রয়েছে। আলী (রাঃ)-এর আছারটি ইবনুল মুনযিরের 'আল-আওসাত' গ্রন্থে

৪২. শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই যদি তার মর্ম স্পষ্ট বোঝা যায় তাহলে তাকে 'মানতূক' বলে। -অনুবাদক।
৪৩. শব্দ উচ্চারণ করা মাত্রই যদি তার মর্ম স্পষ্ট বোঝা না যায়, বরং ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝা যায় তবে তাকে 'মাফহূম' বলে। -অনুবাদক।
৪৪. ফাৎহুল বারী ২/২৪২, ২৯৭, ৪৩০, ৪/৩৮২, ৩৮৬, ৯/৩৬৯, ১২/২০৩।
৪৫. বুখারী ২/৯৯০, হা/৬৬৮৯; মুসলিম ২/১৪০, ১৪১, হা/১৯০৭ (১৫৫)।
৪৬. ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ১/১।
৪৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/২০১। বিস্তারিত দ্র. হাদিয়্যাতুল মুছল্লীন, হা/১।
৪৮. আবুদাঊদ ১/২৪, হা/১৫৯।

(১/৪৬২) ছহীহ সনদে বিদ্যমান রয়েছে। যেমনটি সামনে আসছে। ইমাম ইবনু কুদামা বলেছেন, وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَسَحُوْا عَلَى الْجَوَارِبِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِيْ عَصْرِهِمْ، فَكَانَ إِجْمَاعًا– 'যেহেতু ছাহাবীগণ মোযার উপরে মাসাহ করেছেন এবং তাদের যুগে তাদের কোন বিরোধিতাকারী পরিদৃষ্ট হয়নি, সেজন্য এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, মোযার উপরে মাসাহ করা সঠিক'।[৪৯] ছাহাবীগণের উক্ত ইজমার সমর্থনে মারফূ বর্ণনাসমূহও মওজূদ রয়েছে।[৫০]

মোযার (خفين) উপরে মাসাহ মুতাওয়াতির হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত।[৫১]

জিরাবও (جراب) মোযার (خـــف) একটি প্রকার। যেমনটা আনাস (রাঃ), ইবরাহীম নাখঈ, নাফে প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে।

যারা মোযার (جـــراب) উপরে মাসাহকে অস্বীকার করেন, তাদের নিকটে কুরআন, হাদীছ ও ইজমার একটিও সুস্পষ্ট দলীল নেই।

ইমাম ইবনুল মুনযির নায়সাপুরী (রহঃ) বলেছেন,

حدثنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا جعفر بن عون، ثنا يزيد بن مردانبة، ثنا الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث، قال : رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ–

মর্মার্থ :

১. আলী (রাঃ) পেশাব করলেন। অতঃপর ওযূ করলেন এবং মোযার উপরে মাসাহ করলেন।[৫২] এর সনদ ছহীহ।

---

৪৯. আল-মুগনী ১/১৮১, মাসআলা নং ৪২৬।

৫০. আল-মুস্তাদরাক ১/১৬৯, হা/৬০২।

৫১. জুতা ব্যতীত যে বস্তু দ্বারা পুরা পায়ের পাতা টাখনুর উপর পর্যন্ত ঢেকে রাখা হয়, তাকে 'মোযা' বলা হয়। চাই সেটা চামড়ার হৌক বা সুতী হৌক বা পশমী হৌক, পাতলা হৌক বা মোটা হউক'। আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ ৮০ জন ছাহাবী মোযার উপর মাসাহ্র হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এ হাদীছ মুতাওয়াতির পর্যায়ভুক্ত'। ইমাম নববী বলেন, সফরে বা বাড়ীতে প্রয়োজনে বা অন্য কারণে মোযার উপর মাসাহ করা বিষয়ে বিদ্বানগণের ঐক্যমত রয়েছে। দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৬২। -অনুবাদক।

৫২. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ১/৪৬২, হা/৪৫৮।

২. আবু উমামা (রাঃ) মোযার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৩] এর সনদ হাসান।

৩. বারা ইবনু আযিব (রাঃ) মোযার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৪] এর সনদ ছহীহ।

৪. উকবা বিন আমর (রাঃ) মোযার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৫] এর সনদ ছহীহ।

৫. সাহল বিন সা'দ (রাঃ) মোযার উপরে মাসাহ করেছেন।[৫৬] এর সনদ হাসান।

ইবনুল মুনযির বলেছেন যে, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াহ বলেছেন যে, 'এই মাসআলায় ছাহাবীগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই'।[৫৭] ইবনু হাযমও প্রায় অনুরূপই বলেছেন।[৫৮] ইবনু কুদামা বলেছেন, 'এ ব্যাপারে ছাহাবীগণের ইজমা রয়েছে'।[৫৯]

সুতরাং বোঝা গেল যে, মোযার উপরে মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ছাহাবীগণের ইজমা রয়েছে। আর ইজমা শারঈ দলীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,-لاَ يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِيْ عَلَى الضَّلاَلَةِ أَبَدًا 'আল্লাহ আমার উম্মতকে কখনো গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।[৬০]

অতিরিক্ত তথ্য :

১. ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) মোযার উপরে মাসাহ করতেন।[৬১] এর সনদ ছহীহ।

২. সাঈদ বিন জুবায়ের (রহঃ) মোযার উপরে মাসাহ করেছেন।[৬২] এর সনদ ছহীহ।

৩. আতা বিন আবী রাবাহ মোযার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৬৩]

---

৫৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ১/১৮৮, হা/১৯৭৯।
৫৪. ঐ, ১/১৮৯, হা/১৯৮৪।
৫৫. ঐ, ১/১৮৯, হা/১৯৮৭।
৫৬. ঐ, ১/১৮৯, হা/১৯৯০।
৫৭. ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ১/৪৬৪, ৪৬৫।
৫৮. আল-মুহাল্লা ২/৮৬, মাসআলা নং ২১২।
৫৯. আল-মুগনী ১/১৮১, মাসআলা নং ৪২৬।
৬০. হাকেম, আল-মুস্তাদরাক ১/১১৬, হা/৩৯৭, ৩৯৮। আরো দেখুন : সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ছাত্র হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (মৃঃ ১৩৩৭ হিঃ) রচিত 'ইবরাউ আহলিল হাদীছ ওয়াল কুরআন মিম্মা ফিশ-শাওয়াহিদে মিনাত তুহমাতি ওয়াল বুহতান', পৃঃ ৩২।
৬১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ১/১৮৮, হা/১৯৭৭।
৬২. ঐ ১/১৮৯, হা/১৯৮৯।
৬৩. আল-মুহাল্লা ২/৮৬।

প্রমাণিত হল যে, মোযার উপরে মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে তাবেঈগণেরও ইজমা রয়েছে।

১. কাযী আবু ইউসুফ মোযার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৬৪]

২. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানীও মোযার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন।[৬৫]

৩. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) প্রথমে মোযার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন না। কিন্তু পরে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। وَعَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِهِمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 'ইমাম ছাহেব থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ছাহেবায়েনের মতের দিকে ফিরে এসেছিলেন। আর এর উপরেই ফৎওয়া'।[৬৬]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলছেন, সুফয়ান ছাওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ এবং ইসহাক (বিন রাহুয়াহ) মোযার উপরে মাসাহ-এর প্রবক্তা ছিলেন (এই শর্তে যে, সেটা মোটা হবে)।[৬৭]

জাওরাব (جورب) : 'সূতা বা পশমের মোযাকে জাওরাব বলা হয়'।[৬৮]

জ্ঞাতব্য :

কতিপয় ব্যক্তি সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ)-এর ফৎওয়া দ্বারা মোযার উপরে মাসাহ জায়েয না হওয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অথচ স্বয়ং সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেছেন যে, 'বাকী থাকল ছাহাবীগণের আমল। তাঁদের থেকে তো মোযার উপরে মাসাহ প্রমাণিত রয়েছে এবং ১৩ জন ছাহাবীর নাম সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তাঁরা মোযার উপরে মাসাহ করতেন'।[৬৯] এজন্য ইজমায়ে ছাহাবার বিপরীত

---

৬৪. আল-হেদায়া ১/৬১।
৬৫. ঐ ১/৬১, 'মোযার উপরে মাসাহ' অনুচ্ছেদ।
৬৬. ঐ।
৬৭. তিরমিযী হা/৯৯।
৬৮. মুহাম্মাদ তাকী উছমানী দেওবন্দী, দরসে তিরমিযী ১/৩৩৪। আরো দেখুন : আয়নী, আল-বিনায়াহ ফী শারহিল হেদায়া ১/৫৯৭।
৬৯. ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/২৩২।

হওয়ার কারণে সাইয়িদ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর মোযার উপরে মাসাহ বিরোধী ফৎওয়া অগ্রহণযোগ্য।

১১. ছালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা[৭০] :

হুল্ব আত-তাঈ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর এই (হাত) তাঁর বুকের উপরে রাখতে দেখেছি'।[৭১] এর সনদ হাসান। ছহীহ বুখারীতে সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিও[৭২] ব্যাপকতর অর্থে এর সমর্থক। নবী করীম (ছাঃ) এবং কোন একজন ছাহাবী থেকে নাভির নিচে হাত বাঁধা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। পুরুষদের নাভির নিচে এবং মহিলাদের বুকের উপরে হাত বাঁধা কোন ছহীহ তো দূরের কথা যঈফ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত নেই।

১২. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ[৭৩] :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না'।[৭৪] এই হাদীছটি মুতাওয়াতির।[৭৫] এই হাদীছের রাবী (বর্ণনাকারী) উবাদা (রাঃ) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা ও বাস্তবায়নকারী ছিলেন।[৭৬] অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে জেহরী ও সের্রী উভয় ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন প্রসিদ্ধ তাবেঈ নাফে' বিন মাহমূদ আল-আনছারী প্রসিদ্ধ বদরী ছাহাবী উবাদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَلاَ تَقْرَءُوْا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ 'যখন আমি স্বশব্দে কুরআন পড়ব, তখন তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত কুরআন

---

৭০. ছালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৮৩-৮৬। -অনুবাদক।
৭১. আহমাদ ৫/২২৬, হা/২২০১৭।
৭২. ১/১০২, হা/৭৪০, 'আযান' অধ্যায়।
৭৩. সর্বাবস্থায় ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং বিরোধীদের দলীলসমূহ ও তার জওয়াব-এর জন্য দেখুন : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃ. ৮৮-৯৬। -অনুবাদক।
৭৪. বুখারী ১/১০৪, হা/৭৫৬; মুসলিম ১/১৬৯, হা/৩৯৪ (৩৪)।
৭৫. ইমাম বুখারী, জুযউল কিরাআহ, হা/১৯।
৭৬. বায়হাক্বী, কিতাবুল কিরাআত, পৃঃ ৬৯, হা/১৩৩, সনদ ছহীহ। আরো দেখুন : আহসানুল কালাম ২/১৪২।

থেকে অন্য কিছু পড়বে না'।[৭৭] এই হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ 'এর সনদ ছহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত'।[৭৮] ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ 'এর সনদ হাসান এবং এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত'।[৭৯] এ জাতীয় অন্যান্য হাদীছগুলোকে আমি আমার 'আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিয়াহ ফী উজূবিল ফাতিহা খালফাল ইমাম ফিল-জাহরিয়াহ' (الكواكب الدرية فى وجوب الفاتحة خلف الإمام فى الجهرية) গ্রন্থে সংকলন করেছি।

অসংখ্য ছাহাবী ইমামের পিছনে জেহরী ও সের্রী উভয় ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা ও তা বাস্তবায়নকারী ছিলেন। যেমন আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, উবাদা বিন ছামিত, আনাস বিন মালেক, জাবের, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ, উবাই বিন কা'ব, আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ। ছাহাবীগণের এ আছারগুলোকে আমি আমার 'কান্ধলবী ছাহেব আওর ফাতেহা খালফাল ইমাম' (আল-কাওয়াকিবুদ দুর্রিয়াহ) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে সংকলন করেছি এবং মুহাদ্দিছীনে কেরাম থেকে সেগুলোর ছহীহ বা হাসান হওয়া প্রমাণ করেছি। আবু হুরায়রা (রাঃ) জেহরী ও সের্রী উভয় ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮০] তিনি বলেছেন যে, إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا وَاسْبِقْهُ 'যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে তখন তুমিও তা পড় এবং ইমামের পূর্বেই পড়া শেষ করো (অর্থাৎ জেহরী ছালাতে এমনভাবে সূরা ফাতেহা পড় যেন ইমামের সাথে আমীন বলতে পার)'।[৮১]

তাবেঈ ইয়াযীদ বিন শারীক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ : اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قُلْتُ : وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟

---

৭৭. আবুদাঊদ ১/১২৬, হা/৮২৪; নাসাঈ ১/১৪৬, হা/৯২০; মিশকাত হা/৮৫৪।
৭৮. কিতাবুল কিরাআত, পৃঃ ৬৭, হা/১২১।
৭৯. দারাকুৎনী ১/৩২০, হা/১২৩৩।
৮০. মুসলিম ১/১৬৯, হা/৩৯৫ (৩৮); মুসনাদে হুমায়দী হা/৯৮০; ছহীহ আবু আওয়ানা ২/১২৮।
৮১. বুখারী, জুযউল কিরাআহ হা/২৩৭, ২৮৩। এর সনদ হাসান; আছারুস সুনান হা/৩৫৮।

قَالَ : وَإِنْ كُنْتُ أَنَا، قُلْتُ : وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ : وَإِنْ جَهَرْتُ– 'তিনি ইমামের পিছনে কিরাআত সম্পর্কে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, সূরা ফাতিহা পড়ো। আমি বললাম, যদি আপনি (ইমাম) হন তবুও? তিনি বললেন, যদি আমি (ইমাম) হই তবুও। আমি বললাম, যদি আপনি সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন? তিনি বললেন, যদি আমি সশব্দে কিরাআত পাঠ করি (তবুও ফাতিহা পড়ো)'।[৮২]

ইমাম হাকেম ও ইমাম যাহাবী একে ছহীহ বলেছেন। ইমাম দারাকুৎনী বলছেন, هَذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ 'এই সনদ ছহীহ'।[৮৩] এর সকল রাবী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। কুরআন ও হাদীছে এমন একটি দলীলও নেই, যেখানে সুস্পষ্টভাবে মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাক্বলীদপন্থীদের নিকট নির্ভরযোগ্য আলেম মৌলভী আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, لَمْ يَرِدْ فِيْ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ صَحِيْحٍ النَّهْيَ عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَكُلُّ مَا ذَكَرُوْهُ مَرْفُوْعًا فِيْهِ إِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ وَإِمَّا لَا يَصِحُّ. 'কোন মারফূ ছহীহ হাদীছে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়নি এবং এ ব্যাপারে (তারা) যে সকল মারফূ হাদীছ উল্লেখ করে থাকেন সেগুলো হয় ছহীহ নয় নতুবা তার কোন ভিত্তি নেই'।[৮৪]

কোন ছাহাবী থেকেও ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার বিধিনিষেধ প্রমাণিত নেই। ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র এ বিষয়ে আলেমদের ইজমা উল্লেখ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ল তার ছালাত পরিপূর্ণ হল এবং তার পুনরায় ছালাত ঘুরিয়ে পড়ার প্রয়োজন নেই'।[৮৫] ইমাম ইবনু হিব্বানও উক্ত ইজমারই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।[৮৬] ইমাম বাগাবী বলেছেন যে, 'ছাহাবায়ে কেরামের একটি জামা'আত জেহরী

৮২. আল-মুস্তাদরাক ১/১৬৯, হা/৬০২।
৮৩. দারাকুৎনী ১/৩১৭, হা/১১৯৮।
৮৪. আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, পৃঃ ১০১।
৮৫. ফাতাওয়াস সুবকী ১/১৩৮।
৮৬. আল-মাজরূহীন ২/১৩।

ও সেরী ছালাত সমূহে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হওয়ার প্রবক্তা। একথাই ওমর, ওছমান, আলী, ইবনু আব্বাস, মু'আয, উবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে'।[৮৭]

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন যে,

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِى الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الإِمَامِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ-

'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে অধিকাংশ ছাহাবী ও তাবেঈর এই হাদীছের উপর আমল চালু আছে। আর এটাই মালেক বিন আনাস, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক বিন রাহুয়াহ-এর মত। এঁরা ইমামের পিছনে ফাতিহা পড়ার প্রবক্তা'।[৮৮]

১৩. সশব্দে আমীন :

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ (وَلاَ الضَّالِّيْنَ) قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন 'ওয়ালায যল্লীন' পড়তেন, তখন উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতেন'।[৮৯] একটি বর্ণনায় আছে, فَجَهَرَ بِآمِيْنَ 'অতঃপর তিনি সশব্দে আমীন বললেন'।[৯০] يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِآمِيْنَ হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম দারাকুৎনী বলেছেন, صَحِيْحٌ 'ছহীহ'।[৯১] ইবনু হাজার বলেছেন, وَسَنَدُهُ صَحِيْحٌ 'এর সনদ ছহীহ'।[৯২] ইবনু হিব্বান ও ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখও ছহীহ বলেছেন। কোন নির্ভরযোগ্য ইমাম একে যঈফ বলেননি। এ মর্মের অন্যান্য ছহীহ বর্ণনাগুলো

---

৮৭. শারহুস সুন্নাহ ৩/৮৪-৮৫, হা/৬০৭।
৮৮. তিরমিযী ১/৭০-৭১, হা/৩১১।
৮৯. আবুদাঊদ ১/১৪২, হা/৯৩২।
৯০. ঐ, হা/৯৩৩।
৯১. দারাকুৎনী ১/৩৩৪, হা/১২৫৩, ১২৫৪।
৯২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আত-তালখীছুল হাবীর ১/২৩৬, হা/৩৫৩।

আলী, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত আছে। যেগুলোকে আমি 'আল-কাওলুল মাতীন ফিল-জাহর বিত-তা'মীন' (القول المتين في الجهر بالتأمين) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি।

আতা বিন আবী রাবাহ বর্ণনা করেছেন যে, أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً 'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এবং তাঁর মুক্তাদীরা এত উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলেন যে, মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠে'।[৯৩] এর সনদ সম্পূর্ণরূপে ছহীহ *(রিজাল ও উছূলে হাদীছের গ্রন্থসমূহ দেখুন)*। ইবনু ওমর (রাঃ) এবং তাঁর সাথীও ইমামের পিছনে আমীন বলতেন এবং এটাকে সুন্নাত আখ্যায়িত করতেন।[৯৪] কোন একজন ছাহাবী থেকেও ছহীহ সনদে নীরবে আমীন বলা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ سَئِمُوْا دِيْنَهُمْ، وَهُمْ قَوْمٌ حُسَّدٌ، وَلَمْ يَحْسِدُوا الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ثَلاَثٍ: رَدِّ السَّلاَمِ، وَإِقَامَةِ الصُّفُوْفِ، وَقَوْلِهِمْ خَلْفَ إِمَامِهِمْ فِي الْمَكْتُوْبَةِ آمِيْنَ- 'নিশ্চয়ই ইহুদীরা এমন একটি সম্প্রদায় যারা তাদের ধর্ম সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে গেছে এবং তারা হিংসুক জাতি। তারা যেসব আমলের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে হিংসা করে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল (১) সালামের উত্তর দেয়া (২) কাতার সমূহ সোজা করা এবং (৩) ফরয ছালাতে ইমামের পিছনে মুসলমানদের আমীন বলা'।[৯৫]

১৪. রাফ'উল ইয়াদায়েন :

বহু ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছালাতে রুকূর পূর্বে এবং পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনু ওমর,[৯৬] মালেক

---

৯৩. বুখারী ১/১০৭, হা/৭৮০-এর পূর্বে, 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১১১; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/২৬৪০।

৯৪. ছহীহ ইবনু খুযায়মা ১/২৮৭, হা/৫৭২। আলবানী বলেন, إسناده ضعيف 'এর সনদ যঈফ'।

৯৫. মাজমা'উয যাওয়ায়েদ ২/১১৩, হা/২৬৬৩। হায়ছামী বলেছেন, إسناده حسن 'এর সনদ হাসান'। তাবারাণী আওসাত ৫/৪৭৩, হা/৪৯১০; আল-কাওলুল মাতীন, পৃঃ ৪৭-৪৮।

৯৬. বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৫; মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯০।

ইবনুল হুওয়াইরিছ,[৯৭] ওয়ায়েল বিন হুজর,[৯৮] আবু হুমাইদ আস-সায়েদী, আবু কাতাদা, সাহল বিন সা'দ আস-সায়েদী, আবু উসাইদ, মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ,[৯৯] আলী বিন আবু ত্বালেব,[১০০] আবুবকর ছিদ্দীক্ব, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের,[১০১] আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)[১০২] প্রমুখ। অনেক ইমাম এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, রুকূর পূর্বে ও পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা মুতাওয়াতির (সূত্রে প্রমাণিত)। যেমন ইবনুল জাওযী, ইবনু হাযম, ইরাকী, ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু কুদামা, ইবনু হাজার আসক্বালানী, কাত্তানী, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, যুবায়দী, যাকারিয়া আনছারী প্রমুখ।[১০৩]

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন যে, وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الرَّفْعَ مُتَوَاتِرٌ إِسْنَادًا وَعَمَلاً، لَا يُشَكُّ فِيْهِ وَلَمْ يُنْسَخْ وَلَا حَرْفٌ مِنْهُ- 'জেনে রাখা উচিত যে, সনদ ও আমল দু'দিক থেকেই রাফ'উল ইয়াদায়েন মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর রাফ'উল ইয়াদায়েন মানসূখ বা রহিত হয়নি। এমনকি এর একটি হরফ (বর্ণ)ও মানসূখ হয়নি'।[১০৪]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ-

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন তখন তাঁর দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এভাবে যখন রুকূর তাকবীর বলতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন, তখনও তাঁর দু'হাত কাঁধ

৯৭. বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৭; মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯১।
৯৮. মুসলিম ১/১৭৩, হা/৪০১।
৯৯. আবুদাঊদ হা/৭৩০, ৭৩৪, ছহীহ হাদীছ।
১০০. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৫৮৪।
১০১. বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ২/৭৩, সনদ ছহীহ।
১০২. দারাকুৎনী ১/২৯২, সনদ ছহীহ।
১০৩. যুবায়ের আলী যাঈ, নূরুল আইনাইন ফী মাসআলায়ে রাফ'য়ে ইয়াদায়েন, পৃঃ ৮৯, ৯০।
১০৪. নায়লুল ফিরকাদাইন, পৃঃ ২৪; ফায়যুল বারী ২/৪৫৫, পাদটীকা।

বরাবর উঠাতেন এবং বলতেন, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ 'আল্লাহ শোনেন তার কথা যে তাঁর প্রশংসা করে। হে আমাদের প্রভু! আপনার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা'। আর তিনি সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না'।[১০৫]

এই হাদীছের বর্ণনাকারী ইবনু ওমর (রাঃ) নিজেও রুকূর পূর্বে এবং রুকূর পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন।[১০৬] বরং তিনি যাকে রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে দেখতেন না, তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন।[১০৭] ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে রাফ'উল ইয়াদায়েন ত্যাগ করা ছহীহ সনদে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই। রাফ'উল ইয়াদায়েন পরিত্যাগকারীরা হুছাইন থেকে মুজাহিদ সূত্রে আবুবকর বিন আইয়াশ-এর যে বর্ণনা পেশ করে থাকেন, সে সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মা'ঈন বলেছেন, 'এটি ভুল। এর কোন ভিত্তি নেই'।[১০৮]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল বলেছেন, رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بَاطِلٌ অর্থাৎ আবুবকর বিন আইয়াশ... সূত্রের বর্ণনাটি বাতিল।[১০৯]

তাবেঈ আবু কিলাবা বলেছেন যে,

أَنَّهُ رَأَى مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ هَكَذَا-

'তিনি মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছকে দেখেছেন, যখন তিনি ছালাত আদায় করতেন তখন তাকবীর দিতেন এবং তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতেন। যখন

১০৫. বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৫; মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯০।
১০৬. বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৯।
১০৭. বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন, পৃঃ ৫৩। ইমাম নববী তাঁর আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব (৩/৪০৫) গ্রন্থে একে ছহীহ বলেছেন।
১০৮. বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন, পৃঃ ১৬।

রুকূ করার ইচ্ছা করতেন এবং রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাঁর দু'হাত উঠাতেন এবং বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন'।[১১০]

মালেক (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখছ'।[১১১] তিনি জালসায়ে ইস্তেরাহাতও[১১২] করতেন এবং সেটি মারফূ সূত্রে বর্ণনা করতেন।[১১৩] হানাফীদের নিকটে এই বসা রাসূল (ছাঃ)-এর বার্ধক্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যখন রাসূল (ছাঃ) শেষ বয়সে বার্ধক্যের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখন এভাবে বসতেন।[১১৪]

মালেক ইবনুল হুওয়াইরিছ রাফ'উল ইয়াদায়েনের রাবী বা বর্ণনাকারী। এজন্য প্রমাণিত হ'ল যে, হানাফীদের নিকটে নবী করীম (ছাঃ) শেষ বয়সেও রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ-

'নবী করীম (ছাঃ) যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর দু'হাত কাপড়ের মধ্যে থেকে বের করলেন এবং রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন। অতঃপর তাকবীর বলে রুকূ করলেন। যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললেন, তখন রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন'।[১১৫]

---

১০৯. মাসাইলু আহমাদ, ইবনু হানীর বর্ণনা, ১/৫০।
১১০. বুখারী ১/১০২, হা/৭৩৭; মুসলিম ১/১৬৮, হা/৩৯১।
১১১. বুখারী হা/৬৩১ 'আযান' অধ্যায়।
১১২. ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়ানোর প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে 'জালসায়ে ইস্তেরাহাত' বা স্বস্তির বৈঠক বলে। দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৪।-অনুবাদক।
১১৩. বুখারী ১/১১৩, ১১৪, হা/৬৭৭, ৮২৩।
১১৪. হেদায়া ১/১১০; হাশিয়াতুস সিন্ধী আলান নাসাঈ ১/১৪০।
১১৫. মুসলিম ১/১৭৩, হা/৪০১।

ওয়ায়েল (রাঃ) ইয়েমেনের বাদশাহ ছিলেন।[১১৬] তিনি ৯ম হিজরীতে প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করেছিলেন।[১১৭] তিনি পরবর্তী বছর ১০ম হিজরীতেও মদীনা মুনাওয়ারায় এসেছিলেন।[১১৮] সেই বছরেও তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[১১৯] এজন্য তাঁর বর্ণিত ছালাত নবী করীম (ছাঃ)-এর শেষ জীবনের ছালাত। নবী করীম (ছাঃ) এবং কোন ছাহাবী থেকে রুকূর সময় ও রুকূর পরে রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করা, রহিত হওয়া বা নিষেধ অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই।

সুনানে তিরমিযীতে *(১/৫৯, হা/২৫৭)* ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর দিকে যে বর্ণনাটি সম্পর্কিত রয়েছে, তাতে সুফিয়ান ছাওরী মুদাল্লিস।[১২০] মুদাল্লিস রাবীর عن বিশিষ্ট বর্ণনা যঈফ হয়।[১২১] দ্বিতীয় বিষয় এই যে, বিশ জনের অধিক ইমাম একে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। এজন্য এই সনদটি যঈফ। রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করার ব্যাপারে বারা ইবনু আযিব (রাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত বর্ণনাটিতে ইয়াযীদ বিন আবী যিয়াদ আল-কূফী যঈফ।[১২২] মুসনাদে হুমায়দী এবং মুসনাদে আবী আওয়ানাতে পরবর্তী যুগের লোকেরা পরিবর্তন করেছেন। মূল পাণ্ডুলিপি সমূহে রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে হ্যাঁবাচক বর্ণনা রয়েছে। কিছু স্বার্থান্ধ ব্যক্তি পরিবর্তন করতে গিয়ে যেটিকে নাফী বা নাবাচক করে দিয়েছে। যিনি তাহকীক করতে চান তিনি আমাদের নিকট এসে মূল পাণ্ডুলিপি সমূহের ফটোকপি দেখতে পারেন। কতিপয় ব্যক্তি রাফ'উল ইয়াদায়েন তরক করা সম্পর্কে ঐ সকল বর্ণনাও পেশ করার চেষ্টা করেছেন, যেগুলোতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা বা না করার কোন উল্লেখই নেই। অথচ কোন বিষয় উল্লেখ না থাকা তা না করার দলীল হয় না।[১২৩]

---

১১৬. ইবনু হিব্বান, আছ-ছিকাত ৩/৪২৪।
১১৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫/৭১; আইনী, উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭৪।
১১৮. ইবনু হিব্বান ৩/১৬৭, ১৬৮, হা/১৮৫৭।
১১৯. আবুদাঊদ হা/৭২৭।
১২০. ইবনুত তুর্কুমানী হানাফী, আল-জাওহারুন নাকী ৮/২৬২।
১২১. মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ, পৃঃ ৯৯; আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়াহ, পৃঃ ৩৬৪।
১২২. তাকরীবুত তাহযীব, জীবনী ক্রমিক ৭৭১৭।
১২৩. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আদ-দেরায়া, পৃঃ ২২৫।

যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে সে প্রত্যেক আঙ্গুলের পরিবর্তে একটি করে নেকী লাভ করে। অর্থাৎ একবার রাফ‘উল ইয়াদায়েন করলে ১০টি নেকী।[১২৪] ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা সম্পূর্ণরূপে সঠিক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) রুকূর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[১২৫]

এই হাদীছের সনদ সম্পূর্ণরূপে ছহীহ। বর্তমান যুগে কতিপয় ব্যক্তি এই হাদীছের উপর যে সমালোচনা করেন, তা প্রত্যাখ্যাত। ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম ইবনুল মুনযির এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ঈদায়েনের তাকবীর সমূহেও রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা উচিত।[১২৬]

ঈদুল ফিতরের তাকবীর সমূহের ব্যাপারে আতা বিন আবী রাবাহ (তাবেঈ) বলেছেন যে, نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا ‘হ্যাঁ, ঐ তাকবীরগুলোতে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করা উচিত এবং সকল মানুষও রাফ‘উল ইয়াদায়েন করবে’।[১২৭]

সিরিয়াবাসীর ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেছেন যে, نَعَمْ، اِرْفَعْ يَدَيْكَ مَعَ كُلِّهِنَّ ‘হ্যাঁ, ঐ তাকবীরগুলোর সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন কর’।[১২৮]

মদীনার ইমাম মালেক বিন আনাস (রহঃ) বলেছেন, نَعَمْ، اِرْفَعْ يَدَيْكَ مَعَ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيْهِ شَيْئًا– ‘হ্যাঁ, প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন কর। এ ব্যাপারে (এর বিপরীত) কোন কিছু আমি শুনিনি’।[১২৯]

এই ছহীহ উক্তির বিপরীতে মালেকীদের অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ‘মুদাওয়ানা’তে *(১/১৫৫)* একটি সনদবিহীন উক্তির উল্লেখ রয়েছে। সনদবিহীন এই

---

১২৪. তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর ১৭/২৯৭; মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ ২/১০৩। হায়ছামী বলেন, واسناده حسن ‘এর সনদ হাসান’।

১২৫. আবুদাঊদ হা/৭২২; আহমাদ ২/১৩৩, ১৩৪, হা/৬১৭৫; মুনতাকা ইবনুল জারূদ, পৃঃ ৬৯, হা/১৭৮।

১২৬. আত-তালখীছুল হাবীর ১/৮৬, হা/৬৯২; বায়হাক্বী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৯২, ২৯৩; ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৪/২৮২।

১২৭. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/২৯৬, হা/৫৬৯৯, সনদ ছহীহ।

১২৮. ফিরয়াবী, আহকামুল ঈদায়েন হা/১৩৬, সনদ ছহীহ।

১২৯. ঐ, হা/১৩৭, সনদ ছহীহ।

উদ্ধৃতিটি প্রত্যাখ্যাত। মুদাওয়ানার জবাবের জন্য আমার 'আল-কাওলুল মাতীন ফিল-জাহর বিত-তা'মীন' *(পৃঃ ৭৩)* গ্রন্থটি দেখুন!

অনুরূপভাবে সনদবিহীন হওয়ার কারণে ইমাম নববীর উদ্ধৃতিও প্রত্যাখ্যাত।[১৩০] মক্কাবাসীর ইমাম শাফেঈ (রহঃ)ও ঈদায়েনের তাকবীর সমূহে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর প্রবক্তা ছিলেন।[১৩১]

আহলুস সুন্নাতের ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন যে, يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ تَكْبِيْرَةٍ '(ঈদায়েনের) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে'।[১৩২]

সালাফে ছালেহীন-এর এ সকল আছারের বিপরীতে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী লিখেছেন যে, وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ (ঈদায়েনের তাকবীর সমূহে) রাফ'উল ইয়াদায়েন করবে না'।[১৩৩]

এই উক্তিটি দু'টি কারণে অগ্রহণযোগ্য :

১. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত ব্যক্তি।[১৩৪] তাঁর 'তাওছীক' বা সত্যায়ন কোন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ থেকে সুস্পষ্টভাবে ছহীহ সনদে প্রমাণিত নেই। আমি এ বিষয়ে 'আন-নাছরুর রব্বানী' (النصر الربانى) নামে একটি পুস্তক লিখেছি।

২. উক্ত বক্তব্য সালাফে ছালেহীনের ইজমা ও ঐক্যমতের বিপরীত হওয়ার কারণেও প্রত্যাখ্যাত।

জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরে রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে।[১৩৫]

---

১৩০. আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব ৫/২৬।
১৩১. কিতাবুল উম্ম ১/২৩৭।
১৩২. মাসাইলু আহমাদ, আবুদাউদের বর্ণনা, পৃঃ ৬০, 'ঈদের ছালাতে তাকবীর' অনুচ্ছেদ।
১৩৩. কিতাবুল আছল ১/৩৭৪, ৩৭৫; ইবনুল মুনযির, আল-আওসাত ৪/২৮২।
১৩৪. উকাইলী, কিতাবুয যু'আফা ৪/৫২, সনদ ছহীহ; বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন, তাহকীক : যুবায়ের আলী যাঈ, পৃঃ ৩২।
১৩৫. বুখারী, জুযউ রাফ'ইল ইয়াদায়েন হা/১১১; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৮, হা/১১৩৮৮, সনদ ছহীহ।

তাবেঈ মাকহূল জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[১৩৬]

ইমাম যুহরী জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[১৩৭]

কায়েস বিন আবী হাযেম (তাবেঈ) জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[১৩৮]

নাফে‘ বিন জুবায়ের জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[১৩৯]

হাসান বাছরী জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন।[১৪০]

নিম্নোক্ত ওলামায়ে সালাফে ছালেহীনও জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করার প্রবক্তা ও তার উপর আমলকারী ছিলেন। আতা বিন আবী রাবাহ,[১৪১] আব্দুর রাযযাক,[১৪২] মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন।[১৪৩]

সালাফে ছালেহীনের এসকল আছারের বিপরীতে ইবরাহীম নাখঈ (তাবেঈ) জানাযার ছালাতে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন না।[১৪৪]

সুতরাং প্রমাণিত হল যে, অধিকাংশ সালাফে ছালেহীনের মাসলাক এটাই যে, জানাযার প্রত্যেক তাকবীরের সাথে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতে হবে। যেমনটি সূত্রসহ পূর্বে গত হয়েছে। আর এটাই সঠিক ও প্রাধান্যযোগ্য মত।

---

১৩৬. বুখারী, জুযউ রাফ‘ইল ইয়াদায়েন হা/১১৬, সনদ হাসান।
১৩৭. ঐ, হা/১১৮, সনদ ছহীহ।
১৩৮. ঐ, হা/১১২, সনদ ছহীহ; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৬, হা/১১৩৮৫।
১৩৯. জুযউ রাফ‘ইল ইয়াদায়েন, হা/১১৪, সনদ হাসান।
১৪০. ঐ হা/১২২, সনদ ছহীহ।
১৪১. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/৪৬৮, হা/৬৩৫৮, সনদ শক্তিশালী।
১৪২. ঐ, হা/৬৩৪৭।
১৪৩. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৭, হা/১১৩৮৯, সনদ ছহীহ।
১৪৪. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ৩/২৯৬, হা/১১৩৮৬, সনদ হাসান।

১৫. সহো সিজদা :

সহো সিজদা সালামের পূর্বেও জায়েয আছে[১৪৫] এবং সালামের পরেও জায়েয আছে।[১৪৬] সহো সিজদায় শুধু একদিকে সালাম ফিরানোর কোন প্রমাণ হাদীছ সমূহে নেই।

১৬. সম্মিলিত দো‘আ :[১৪৭]

দো‘আ করা অনেক বড় ইবাদত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ‘দো‘আ-ই ইবাদত’।[১৪৮] ছালাতের পরে বিভিন্ন দো‘আ প্রমাণিত রয়েছে।[১৪৯] একটি বর্ণনায় এসেছে যে, নবী করীম (ছাঃ) ফরয ছালাতের শেষের দো‘আকে অধিক কবুলযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন।[১৫০] সাধারণ দো‘আয় হাত উঠানো মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।[১৫১] তবে ফরয ছালাতের পরে ইমাম ও মুক্তাদীদের সম্মিলিত দো‘আ করা প্রমাণিত নয়।[১৫২]

১৭. ফজরের দু’রাক‘আত সুন্নাত :

ছহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةُ ‘যখন ছালাতের একামত হয়ে যাবে তখন (ঐ) ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই’।[১৫৩] একদা কায়েস বিন কাহ্দ

---

১৪৫. বুখারী ১/১৬৩, হা/১২২৪; মুসলিম ১/২১১।
১৪৬. বুখারী হা/১২২৬; মুসলিম হা/৫৭৪।
১৪৭. ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত সম্মিলিত দো‘আর ক্ষতিকর দিকসমূহের জন্য দেখুন : ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩২-১৩৩। -অনুবাদক।
১৪৮. তিরমিযী ২/১৬০, ১৭৫, হা/৩২৪৭, ৩৩৭২; আবুদাঊদ ১/২১৫, হা/১৪৭৯, তিরমিযী বলেছেন, هذا حديث حسن صحيح ‘এটি একটি হাসান ছহীহ হাদীছ’।
১৪৯. বুখারী ২/৯৩৭, হা/৬৩২৯, ৬৩৩০।
১৫০. তিরমিযী ২/১৮৭, হা/৩৪৯৯, ইমাম তিরমিযী ও আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
১৫১. নুযুমুল মুতানাছির মিনাল হাদীছিল মুতাওয়াতির, পৃঃ ১৯০, ১৯১।
১৫২. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ১/১৮৪; বাযলুল মাজহূদ ৩/১৩৮; কাদ ক্বামাতিছ ছালাহ, পৃঃ ৪০৫।
১৫৩. মুসলিম ১/২৪৭, হা/৭১০ (৬৩)।

(রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন, তখন তিনি ফজরের ছালাত আদায় করছিলেন। তিনি তাঁর সাথে এই ছালাত আদায় করলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন কায়েস উঠে দাঁড়ালেন এবং ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়লেন। নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে দেখছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ 'এ দু'রাক'আত কিসের'? তিনি বললেন, আমার ফজরের পূর্বের (এই) দুই রাক'আত ছালাত থেকে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন এবং কিছু বললেন না।[১৫৪] ইমাম হাকেম ও যাহাবী দু'জনেই একে ছহীহ বলেছেন।[১৫৫] এ ব্যাপারে সূর্যোদয়ের পর ছালাত আদায়ের যে বর্ণনা তিরমিযীতে[১৫৬] আছে, তাতে রাবী কাতাদাহ মুদাল্লিস এবং عَنْعَنَ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। সেজন্য উক্ত বর্ণনা সন্দেহযুক্ত ও যঈফ।

১৮. দুই ছালাত জমা করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে পড়েছেন। অনুরূপভাবে মাগরিব ও এশার ছালাতও জমা করে পড়েছেন।[১৫৭] অসংখ্য ছাহাবী সফরে দুই ছালাতকে জমা করে পড়ার প্রবক্তা ও তার উপর আমলকারী ছিলেন। যেমন ইবনু আব্বাস, আনাস বিন মালেক, সা'দ, আবু মূসা (রাঃ)।[১৫৮]

নবী করীম (ছাঃ) কুরআন মাজীদের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাকার ও মুফাসসির ছিলেন। সেজন্য এটা হতেই পারে না যে, তাঁর কাজ পবিত্র কুরআনের বিপরীত হবে। তাই সফরে দুই ছালাত জমা করাকে কুরআন মাজীদের বিপরীত মনে করা ভুল। ওযর ব্যতীত ছালাত জমা করা প্রমাণিত নেই। সফর, বৃষ্টি ও খুব জোরালো শারঈ ওযর-এর ভিত্তিতে জমা করা জায়েয আছে (যেমনটি ছহীহ মুসলিমে এসেছে)। জমা তাকদীম ও জমা তাখীর যেমন যোহরের সময় আছরের ছালাত আদায় করা বা আছরের সময় যোহর

---

১৫৪. ইবনু খুযায়মা ২/১৬৪, হা/১১১৬; ইবনু হিব্বান ৪/৮২, হা/২৪৬২।
১৫৫. আল-মুস্তাদরাক ১/২৭৪।
১৫৬. তিরমিযী হা/৪২৩, আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।
১৫৭. মুসলিম ১/২৪৫, হা/৭০৪ (৪৬)।
১৫৮. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৪৫২, ৪৫৭।

পড়া এ দুই পদ্ধতিই জায়েয আছে।[১৫৯] সফরে দুই ছালাত জমা করার বর্ণনাসমূহ ছহীহ বুখারীতেও[১৬০] মওজূদ রয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) বৃষ্টির সময় দুই ছালাত জমা করে পড়তেন।[১৬১]

১৯. বিতর ছালাত :

নবী করীম (ছাঃ) থেকে এক রাক'আত বিতর-এর প্রমাণ কথা ও কর্ম (قولا وفعلا) দু'ভাবেই অসংখ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।[১৬২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ- 'বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর হক বা অধিকার। সুতরাং যে চায় সে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়ুক, যে চায় তিন রাক'আত পড়ুক এবং যে চায় সে এক রাক'আত বিতর পড়ুক'।[১৬৩] এই হাদীছটিকে ইমাম ইবনু হিব্বান তাঁর ছহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[১৬৪] এবং ইমাম হাকেম ও যাহাবী দু'জনেই বুখারী ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী ছহীহ বলেছেন।[১৬৫]

তিন রাক'আত বিতর পড়ার পদ্ধতি এই যে, দুই রাক'আত পড়বে এবং সালাম ফিরাবে। অতঃপর এক রাক'আত বিতর পড়বে।[১৬৬]

মাগরিব ছালাতের মতো (মাঝখানে বৈঠক করে) তিন রাক'আত বিতর পড়া নিষেধ।[১৬৭] এজন্য এক সালাম ও দুই তাশাহ্হুদে তিন রাক'আত বিতর

---

১৫৯. আবুদাঊদ ১/১৭৯, হা/১২২০; তিরমিযী ১/১২৪, হা/৫৫৩; মিশকাত হা/১৩৪৪; ইবনু হিব্বান (হা/১৫৯১) একে ছহীহ বলেছেন।

১৬০. ১/১৪৯, হা/১১০৮-১১১২।

১৬১. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/১৪৫, হা/৩২৯, সনদ ছহীহ।

১৬২. বুখারী ১/১৩৫, হা/৯৯০ (কথা); ১/১৩৫, ১৩৬, হা/৯৯৫ (কর্ম); মুসলিম ১/২৫৭, হা/৭৪৯ (১৪৬) (কথা), ১/২৫৭, হা/৭৪৯ (১৫৭) (কর্ম)।

১৬৩. আবুদাঊদ ১/২০৮, হা/১৪২২; নাসাঈ (আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীর আত-তা'লীকাতুস সালাফিইয়াহ সহ) ১/২০২, হা/১৭১৩।

১৬৪. আল-ইহসান ৪/৬৩, হা/২৪০৩।

১৬৫. আল-মুস্তাদরাক ১/৩০২।

১৬৬. মুসলিম ১/২৫৪, হা/৭৩৬ (১২২), ৭৩৭ (১২৩); ইবনু হিব্বান ৪/৭০, হা/২৪২৬; আহমাদ ২/৭৬, হা/২৪২০; তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত ১/৪২২, সনদ ছহীহ।

১৬৭. ইবনু হিব্বান ৪/৬৮; আল-মুস্তাদরাক ১/৩০৪। হাকেম ও যাহাবী দু'জনেই একে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ বলেছেন।

একসাথে পড়া নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্যক্তি এক সালামে তিন রাক‘আত বিতর পড়তে চায় যেমনটা কিছু আছার দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, তাহলে তার উচিত হ’ল দ্বিতীয় রাক‘আতে তাশাহ্হুদের জন্য বসবে না। বরং তিন রাক‘আত বিতর এক তাশাহ্হুদেই পড়বে।

২০. ক্বছর ছালাত :

ছহীহ মুসলিমে ইয়াহ্ইয়া বিন ইয়াযীদ আল-হুনাঈ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ (شُعْبَةُ الشَّاكُّ) صَلَّى رَكْعَتَيْنِ–

‘আমি আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে ছালাত ক্বছর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ৩ মাইল বা ৩ ফারসাখ (৯ মাইল) সফরের জন্য বের হ’তেন (৩ বা ৯ এর ব্যাপারে শু‘বার সন্দেহ), তখন তিনি দুই রাক‘আত পড়তেন’।[১৬৮]

ইবনু ওমর (রাঃ) ৩ মাইলের দূরত্বেও ক্বছর জায়েয হওয়ার প্রবক্তা ছিলেন।[১৬৯] ওমর (রাঃ)ও এর প্রবক্তা ছিলেন।[১৭০] সুতরাং এটাই সতর্কতামূলক হবে যে, কমপক্ষে ৯ মাইলের দূরত্বে ক্বছর করা যেতে পারে। এভাবে সব হাদীছের উপরে সহজে আমল করা হয়ে যায়।[১৭১]

২১. কিয়ামে রামাযান (তারাবীহ) :

ছহীহ বুখারীতে *(১/২৬৯, হা/২০১৩)* আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান এবং রামাযানের বাইরে ১১ রাক‘আতের বেশী

---

১৬৮. মুসলিম, ১/২৪২, হা/৬৯১ (১২)।

১৬৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৪৪৩, হা/৮১২০।

১৭০. ফিকহে ওমর (উর্দূ), পৃঃ ৩৯৪; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৪৪৫, হা/৮১৩৭।

১৭১. সফরের দূরত্বের ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক মাইল হ’তে ৪৮ মাইলের বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে। পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কোন ব্যাখ্যা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি। অতএব সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হলে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ‘ক্বছর’ করা যায়। দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৮৬।-অনুবাদক।

রাতের ছালাত পড়তেন না। এই হাদীছের আলোকে জনাব আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, وَلاَ مَنَاصَ مِنْ تَسْلِيْمٍ أَنَّ تَرَاوِيْحَهُ كَانَتْ ثَمَانِيَةَ رَكَعَاتٍ ‘এটা মেনে না নিয়ে কোন উপায় নেই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তারাবীহ ৮ রাক‘আত ছিল’।[১৭২] তিনি আরো বলেছেন, وَأَمَّا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّ عَنْهُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَأَمَّا عِشْرُوْنَ رَكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ وَعَلَى ضَعْفِهِ اِتِّفَاقٌ– ‘পক্ষান্তরে নবী করীম (ছাঃ) থেকে ৮ রাক‘আত (তারাবীহ) ছহীহ প্রমাণিত রয়েছে। আর ২০ রাক‘আতের যে হাদীছ তাঁর থেকে বর্ণিত আছে তা যঈফ এবং সেটা যঈফ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে’।[১৭৩]

আমীরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) এই সুন্নাতে নববীর উপরে আমল করতে গিয়ে নির্দেশ দেন, أَنْ يَقُوْمَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ‘তারা যেন লোকদেরকে ১১ রাক‘আত পড়ায়’।[১৭৪]

ইমাম যিয়া আল-মাকদেসী এটাকে ছহীহ বলেছেন। মুহাম্মাদ বিন আলী নিমবী এই বর্ণনা সম্পর্কে লিখেছেন, وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ‘এর সনদ ছহীহ’।[১৭৫] এজন্য হিজরী পনের শতকে কিছু গোঁড়া সংকীর্ণমনা ব্যক্তির একে মুযতারিব[১৭৬] প্রভৃতি বলা বাতিল ও ভিত্তিহীন। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী উবাই বিন কা‘ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ) আমল করে দেখিয়েছিলেন।[১৭৭] ছাহাবীগণও ১১ রাক‘আতই পড়তেন।[১৭৮] এই আমলের সনদকে হাফেয সুয়ূতী بِسَنَدٍ فِيْ غَايَةِ الصِّحَّةِ ‘চূড়ান্ত ছহীহ সনদ’ বলেছেন। স্মতর্ব্য যে,

---

১৭২. আল-আরফুশ শাযী ১/১৬৬।
১৭৩. ঐ।
১৭৪. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক, পৃঃ ৯৮, অন্য সংস্করণ ১/১১৫, হা/২৪৯।
১৭৫. আছারুস সুনান হা/৭৭৬।
১৭৬. যে হাদীছের বর্ণনাকারী হাদীছের মতন বা সনদকে বিভিন্ন সময় গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে মুযতারিব বলা হয়।-অনুবাদক।
১৭৭. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/৩৯১, ৩৯২, হা/৭৬৭০।
১৭৮. সুনান সাঈদ বিন মানছূর-এর বরাতে সুয়ূতীর আল-হাবী ২/৩৪৯।

ওমর (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে নির্দেশগতভাবে ও কর্মগতভাবে ২০ রাক‘আত ছহীহ সনদে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই।

২২. ঈদায়নের তাকবীর :

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْأُوْلَى وَخَمْسٌ فِى الْآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا– ‘ঈদুল ফিতরের দিন প্রথম রাক‘আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর। আর দুই রাক‘আতেই কিরাআত ঐ তাকবীরগুলোর পরে’।[১৭৯]

এই হাদীছ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, هُوَ صَحِيْحٌ ‘এটা ছহীহ’।[১৮০] ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ও আলী ইবনুল মাদীনীও একে ছহীহ বলেছেন।[১৮১] আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতা থেকে এবং তিনি তার দাদা থেকে (এই সূত্রটি) হুজ্জাত (দলীল) হওয়ার ব্যাপারে আমি ‘মুসনাদুল হুমায়দী’র তাখরীজে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই বর্ণনার অন্যান্য সমর্থক বর্ণনার জন্য ইরওয়াউল গালীল (৩/১০৬-১১৩) প্রভৃতি দেখুন!

নাফে বলেছেন,

شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيْرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ–

‘আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পিছনে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায় করেছি। তিনি প্রথম রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে ৭ তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর দিয়েছেন’।[১৮২] এর সনদ একেবারেই ছহীহ এবং বুখারী ও মুসলিমের শর্তে।

---

১৭৯. আবুদাঊদ ১/১৭০, হা/১১৫১।
১৮০. তিরমিযী, আল-ইলালুল কাবীর ১/২৮৮।
১৮১. আত-তালখীছুল হাবীর ২/৮৪।
১৮২. মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/১৮০, হা/৪৩৫।

শু‘আইব বিন আবী হামযার নাফে থেকে বর্ণিত সূত্রে রয়েছে, وَهِيَ السُّنَّةُ ‘এটাই সুন্নাত’।[১৮৩] ইমাম মালেক বলেছেন যে, ‘আমাদের এখানে অর্থাৎ মদীনায় এর উপরেই আমল রয়েছে’।[১৮৪] আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)ও ঈদায়েনের প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন’।[১৮৫]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)ও প্রথম রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১৮৬] ইবনু জুরাইজের শ্রবণের (سماع)[১৮৭] কথা ফিরইয়াবীর আহকামুল ঈদায়েন *(পৃঃ ১৭৬, হা/১২৮)* গ্রন্থে মওজূদ রয়েছে। এর অন্যান্য শাওয়াহেদ বা সমর্থক বর্ণনা সমূহের জন্য ইরওয়াউল গালীল *(৩/১১১)* প্রভৃতি অধ্যয়ন করুন!

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীযও প্রথম রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে সাত এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন।[১৮৮] এর সনদ ছহীহ।[১৮৯]

রাফ‘উল ইয়াদায়েন অনুচ্ছেদে এটি হাসান সনদে গত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েন করে সে প্রত্যেক আঙ্গুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী পায়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) রুকূর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরে রাফ‘উল ইয়াদায়েন করতেন’।[১৯০] এর সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ।[১৯১] ইমাম ইবনুল মুনযির ও ইমাম বায়হাক্বী ঈদায়নের তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েনের মাসআলায় এই হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ

---

১৮৩. আস-সুনানুল কুবরা ৩/২৮৮।
১৮৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/১৮০।
১৮৫. তাহাবী, শারহু মা‘আনিল আছার ৪/৩৪৫।
১৮৬. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/১৭৩, হা/৫৭০১।
১৮৭. শিক্ষক হাদীছ পড়বেন বা মুখস্থ বলবেন এবং ছাত্র তা শুনবে, একে সিমা‘ (السماع) বলে।-অনুবাদক।
১৮৮. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা ২/১৭৬; আহকামুল ঈদায়েন, পৃঃ ১৭১, ১৭২, হা/১১৭।
১৮৯. সাওয়াতিউল ক্বামারাইন, পৃঃ ১৭২।
১৯০. আবুদাঊদ ১/১১১, হা/৭২২; আহমাদ ২/১৩৪, হা/৬১৭৫।
১৯১. ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩।

করেছেন।[১৯২] আর এই দলীল গ্রহণ সঠিক। কেননা ‘আম দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে সঠিক। যে ব্যক্তি রাফ‘উল ইয়াদায়েনকে অস্বীকারকারী সে এই ‘আম দলীলের বিপরীতে খাছ দলীল পেশ করুক। স্মতর্ব্য যে, ঈদায়নের তাকবীর সমূহে রাফ‘উল ইয়াদায়েন না করার একটি দলীলও সমগ্র হাদীছের ভাণ্ডারে নেই।

২৩. জুম‘আর ছালাত :

জুম‘আ ফরয হওয়া মুতাওয়াতির হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, صَلاَةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ وَالْعِيْدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم– ‘সফরের ছালাত দুই রাক‘আত এবং জুম‘আর ছালাত দুই রাক‘আত। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতও দুই রাক‘আত। নবী করীম (ছাঃ)-এর ভাষায় এটি পূর্ণ, কছর নয়’।[১৯৩]

পবিত্র কুরআনের বরকতময় আয়াত يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ‘হে মুমিনগণ! যখন জুমু‘আর দিনে ছালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের দিকে ধাবিত হও...’ *(জুমু‘আ ৬২/৯)* থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মুমিনের উপর জুম‘আ ফরয। চাই সে শহুরে হোক বা গ্রাম্য ব্যক্তি। তারেক বিন শিহাব (রাঃ) বলেছেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ ‘চারজন ব্যতীত প্রত্যেক মুসলমানের উপর জামা‘আতের সাথে জুম‘আ পড়া ফরয। ১. দাস ২. মহিলা ৩. (অপ্রাপ্তবয়স্ক) শিশু ও ৪. অসুস্থ’।[১৯৪] এর সনদ ছহীহ। তারেক বিন শিহাব (রাঃ) (রাসূল (ছাঃ)-কে দর্শনকারী হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে) ছাহাবী। যেহেতু এই হাদীছ এবং অন্যান্য

---

১৯২. আত-তালখীছুল হাবীর ২/৮৬।
১৯৩. ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৭৪, হা/১০৬৪।
১৯৪. আবুদাঊদ ১/১৬০, হা/১০৬৭।

হাদীছগুলোতে গ্রাম্য ব্যক্তিকে জুম‘আ থেকে আলাদা করা হয়নি, সেজন্য প্রমাণিত হল যে, গ্রাম্য ব্যক্তির উপর জুম‘আ ফরয। বিস্তারিত জানার জন্য ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করুন!

খলীফা ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের সময়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, جَمِّعُوْا حَيْثُمَا كُنْتُمْ ‘তোমরা যেখানেই থাক জুম‘আ পড়ো’।[১৯৫]

হানাফীদের নিকটে গ্রামে জুম‘আ জায়েয নয়।[১৯৬] তারা এ বিষয়ে অনেক শর্তও বানিয়ে রেখেছেন। তাদের অনেক মৌলভী গ্রামে জুম‘আ সঠিক না হওয়ার বিষয়ে বই-পুস্তকও লিখেছেন। কিন্তু এ সকল ফিক্বহী গবেষণা সমূহের বিপরীতে বর্তমানে হানাফী আম জনতা এই মাসআলায় হানাফী মাযহাবকে পরিত্যাগ করে গ্রামগুলোতেও জুম‘আ পড়ছে। ‘হে আল্লাহ! এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে দিন’। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে হানাফী জনসাধারণ কিছু মাসআলায় শুধু নামকাওয়াস্তেই ‘তাক্বলীদ’ করে।

২৪. জানাযার ছালাত :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) এক জানাযায় সূরা ফাতিহা (এবং অন্য একটি সূরা জোরে) পড়েন এবং জিজ্ঞেস করলে বলেন, (আমি এজন্য জোরে পড়লাম) যাতে তোমরা জেনে নাও যে, এটা সুন্নাত (এবং হক)।[১৯৭]

আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

اَلسُّنَّةُ فِى الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِى التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلاَثًا وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ-

‘জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরে সূরা ফাতিহা নীরবে পড়া সুন্নাত। অতঃপর তিন তাকবীর দিবে এবং শেষ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে’।[১৯৮]

---

১৯৫. ফিকহে ওমর, পৃঃ ৪৫৫; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ১/১০২, হা/৫০৬৮।
১৯৬. হেদায়া ১/১৬৭।
১৯৭. বুখারী ১/১৭৮, হা/১৩৩৫; নাসাঈ ১/১৮১, হা/১৯৮৭-৮৯; মুনতাকা ইবনুল জারূদ, পৃঃ ১৮৮, হা/৫৩৪, ৫৩৬। প্রথম বন্ধনীর শব্দগুলো নাসাঈর, দ্বিতীয় বন্ধনীর শব্দগুলো মুনতাকার এবং শেষ বন্ধনীর শব্দগুলো নাসাঈ ও ইবনুল জারূদের।
১৯৮. নাসাঈ ১/২৮১, হা/১৯৮৯।

আবু উমামা (রাঃ) থেকে অন্য আরেকটি বর্ণনায় আছে,

اَلسُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ تُكَبِّرَ ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا تَقْرَأَ اِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى ثُمَّ تُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِيْنِهِ-

'জানাযার ছালাতে সুন্নাত হ'ল, তুমি তাকবীর বলবে অতঃপর সূরা ফাতিহা পড়বে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর খাছভাবে মাইয়েতের জন্য দো'আ করবে। শুধু প্রথম তাকবীরে কিরাআত করবে। অতঃপর মনে মনে (অর্থাৎ নীরবে) ডান দিকে সালাম ফিরাবে'।[১৯৯] এর সনদ ছহীহ।[২০০]

নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ থেকে এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত নেই যে, সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযা হয়ে যায়। অথবা তাঁরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত জানাযা পড়েছেন। জানাযার ছালাতে ঐ দরূদই পড়া উচিত, যেটা নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত রয়েছে (অর্থাৎ ছালাতে যেটা পড়া হয়)। বানোয়াট দরূদ নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নেই।

২৫. দাওয়াত :

সাধ্যানুযায়ী কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা অতঃপর তা প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক। সৃষ্টিজগতের ইমাম নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ آيَةً 'আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হ'লেও তা মানুষের নিকটে পৌঁছিয়ে দাও'।[২০১] শুধু কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিতে হবে। নিজেদের ফির্কাবাযী মাযহাব এবং কিচ্ছা-কাহিনীর দাওয়াত দেয়া হারাম। দাঈর জন্য যরূরী হল, তিনি তার প্রত্যেক কথার দলীল পেশ করবেন। যাতে যে বেঁচে থাকে সে দলীল দেখে জীবিত থাকে এবং যে

১৯৯. মুনতাকা ইবনুল জারূদ, পৃঃ ১৮৯, হা/৫৪০; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৩/৪৮৮, ৪৮৯, হা/৬৪২৮।
২০০. ইরওয়াউল গালীল ৩/১৮১।
২০১. বুখারী ১/৪৯১, হা/৩৪৬১।

মৃত্যুবরণ করে সে দলীল দেখে মৃত্যুবরণ করে। মহান আল্লাহ বলেন, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ 'যে কেউ ধ্বংস হবে সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে জীবিত থাকে' *(আনফাল ৮/৪২)*।

২৬. জিহাদ :

দ্বীনের দাওয়াতের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে ছহীহ আক্বীদাসম্পন্ন মানুষদের এমন একটি জামা'আত থাকা উচিত, যারা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[২০২] আর যে ব্যক্তি এই পথে প্রতিবন্ধক হবে তার বিরুদ্ধে কথা, কলম ও দৈহিকভাবে জিহাদ করবে।[২০৩] আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্র পথে জিহাদকে মোটেই

---

২০২. লেখক এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্যে মন্তব্য করেছেন যে, এই জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঈমানদারদের একটি দল, প্রচলিত ইমারত কিংবা কর্মী/সদস্যবিশিষ্ট জামা'আতসমূহ নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখার জন্য তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের 'কিতাবুল জিহাদ' গ্রন্থটি সহ অন্যান্য গ্রন্থ পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। তবে আমরা তাঁর এই বক্তব্যে সাথে একমত নই। কেননা জামা'আত অর্থই তাতে ইমারত তথা নেতৃত্ব থাকবে। নেতৃত্বহীন কোন জামা'আত হ'তে পারে না। উমার (রাঃ) তাই বলেন, 'ইসলাম হয় না জামা'আত ছাড়া, আর জামা'আত হয় না নেতৃত্ব ছাড়া, আর নেতৃত্ব হয় না আনুগত্য ছাড়া' (সুনান দারেমী হা/২৫১; জামিউ বায়ানিল ইলম হা/২২৬)। আছারটির সনদ যঈফ হ'লেও এ মর্মে ছহীহ মরফূ হাদীছ সমূহ রয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ 'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন ফরয করা হ'ল এবং বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হ'ল' *(তিরমিযী হা/২৪৬৫)*। তিনি বলেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ 'জামা'আতবদ্ধ জীবন হ'ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ'ল আযাব' *(ছহীহাহ হা/৬৬৭)*। আর আমীর ব্যতীত জামা'আত হয় না, এটা অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জামা'আতে ছালাতের ইমাম যার বাস্তব প্রমাণ। এই জামা'আত পূর্বযুগে ছিল ইসলামী রাষ্ট্রীয় জামা'আত। কিন্তু আধুনিক যুগে জাতিরাষ্ট্রসমূহের ধর্মনিরপেক্ষ পরিমণ্ডলে সেই দাওয়াতী জামা'আতের অনুপস্থিতিতে ইমারত ও কর্মী/সদস্যবিশিষ্ট জামা'আতই সেই জামা'আতের প্রকৃষ্ট রূপরেখা বলে আমরা মনে করি। বিস্তারিত জানার জন্য হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'শারঈ ইমারত' বইটি অধ্যয়ন করুন!-অনুবাদক।

২০৩. এজন্য সর্বযুগে জিহাদের শর্তাবলী পূরণ করতে হবে। কোন রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী যেকোন মুসলিম নাগরিক যেকোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তরবারীর জিহাদ করতে পারে না।-বিস্তারিত দেখুন: হা.ফা.বা প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই।-অনুবাদক।

অপসন্দ করবে না। যাতে সারা পৃথিবীতে কিতাব ও সুন্নাহ্র ঝাণ্ডা উড্ডীন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ 'তোমরা জেনে রাখ যে, নিঃসন্দেহে জান্নাত তরবারী সমূহের ছায়াতলে'।[২০৪]

আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন কুরআন, হাদীছ, ছাহাবী, তাবেঈ, মুহাদ্দিছ ও ইমামগণের ভালবাসায় আমাদের মৃত্যু দান করেন এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে আমাদেরকে সব ধরনের অপমান থেকে বাঁচান- আমীন! ছুম্মা আমীন! অমা 'আলায়না ইল্লাল বালাগ।

***

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب–

২০৪. বুখারী ১/৪২৫, হা/৩০২৫; মুসলিম ২/৮৪, হা/১৭৪২ (২০)।

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত বই সমূহ

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব **১.** আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬ষ্ঠ সংস্করণ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৪০/=)। **৩.** আহলেহাদীছ আন্দোলন: উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ (ডক্টরেট থিসিস)। ২০০/= **৪.** ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪র্থ সংস্করণ (১০০/=)। **৫.** ঐ, ইংরেজী (২০০/=)। **৬.** নবীদের কাহিনী-১, ২য় সংস্করণ (১২০/=)। **৭.** নবীদের কাহিনী-২ (১০০/=)। **৮.** নবীদের কাহিনী-৩ [সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ] ৪৫০/=। **৯.** তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, ৩য় মুদ্রণ (৩০০/=)। **১০.** ফিরক্বা নাজিয়াহ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১১.** ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **১২.** সমাজ বিপ্লবের ধারা, ৩য় সংস্করণ (১২/=)। **১৩.** তিনটি মতবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৪.** জিহাদ ও ক্বিতাল, ২য় সংস্করণ (৩৫/=)। **১৫.** হাদীছের প্রামাণিকতা, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **১৬.** ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৭.** জীবন দর্শন, ২য় সংস্করণ (২৫/=)। **১৮.** দিগদর্শন-১ (৮০/=)। **১৯.** দিগদর্শন-২ (১০০/=)। **২০.** দাওয়াত ও জিহাদ, ৩য় সংস্করণ (১৫/=)। **২১.** আরবী ক্বায়েদা (১ম ভাগ) (২৫/=)। **২২.** ঐ, (২য় ভাগ) (৪০/=)। **২৩.** ঐ, (৩য় ভাগ) তাজবীদ শিক্ষা (৪০/=)। **২৪.** আক্বীদা ইসলামিয়াহ, ৪র্থ প্রকাশ (১০/=)। **২৫.** মীলাদ প্রসঙ্গ, ৫ম সংস্করণ (১০/=)। **২৬.** শবেবরাত, ৪র্থ সংস্করণ (১৫/=)। **২৭.** আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, ২য় প্রকাশ (২০/=)। **২৮.** উদাত্ত আহ্বান (১০/=)। **২৯.** নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা, ২য় সংস্করণ (১০/=)। **৩০.** মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা, ৫ম সংস্করণ (২০/=)। **৩১.** তালাক ও তাহলীল, ৩য় সংস্করণ (২৫/=)। **৩২.** হজ্জ ও ওমরাহ (৩০/=)। **৩৩.** ইনসানে কামেল, ২য় সংস্করণ (২০/=)। **৩৪.** ছবি ও মূর্তি, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৩৫.** হিংসা ও অহংকার (৩০/=)। **৩৬.** বিদ‘আত হ’তে সাবধান, অনু: (আরবী) -শায়খ বিন বায (২০/=)। **৩৭.** নয়টি প্রশ্নের উত্তর, অনু: (আরবী)-শায়খ আলবানী (১৫/=)। **৩৮.** সালাফী দাওয়াতের মূলনীতি অনু: (আরবী)-আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (৩৫/=)। **৩৯.** জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব (১৫/=)। **৪০.** ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়?, ২য় প্রকাশ (১৫/=)। **৪১.** মাল ও মর্যাদার লোভ (১৫/=)। **৪২.** মানবিক মূল্যবোধ, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৪৩.** কুরআন অনুধাবন (২৫/=)। **৪৪.** বায়‘এ মুআজ্জাল (২০/=)। **৪৫.** মৃত্যুকে স্মরণ (২৫/=)। **৪৬.** সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী (২৫/=)। **৪৭.** আরব বিশ্বে ইস্রাঈলের আগ্রাসী নীল নকশা, অনু: (ইংরেজী) -মাহমূদ শীছ খাত্ত্বাব (৪০/=)। **৪৮.** অছিয়ত নামা, অনু: (ফার্সী) -শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) (২৫/=)। **৪৯.** ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ২য় সংস্করণ (৩০/=)। **৫০.** শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রস্তাবনা সমূহ (৩০/=)। **৫১.** তাফসীরুল কুরআন ২৬-২৮ পারা (৩৫০/=)। **৫২.** তাফসীরুল কুরআন ২৯তম পারা (১৪০/=)

লেখক : মাওলানা আহমাদ আলী **১.** আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ, ৬ষ্ঠ প্রকাশ (১০/=)। **২.** কোরআন ও কলেমাখানী সমস্যা সমাধান, ২য় প্রকাশ (৩০/=)।

লেখক : শেখ আখতার হোসেন **১.** সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, ২য় সংস্করণ (১৮/=)।

লেখক : শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান **১.** সূদ (২৫/=)। **২.** ঐ, ইংরেজী (৫০/=)।

লেখক : আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী **১.** একটি পত্রের জওয়াব, ৩য় প্রকাশ (১২/=)।

লেখক : মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ১. ছহীহ কিতাবুদ দো'আ, ৩য় সংস্করণ (৩৫/=)। **২.** সাড়ে ১৬ মাসের কারাস্মৃতি (৪০/=)।

লেখক : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ১. ধৈর্য : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (৩০/=)। **২.** মধ্যপন্থা : গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা (৩০/=)। **৩.** ধর্মে বাড়াবাড়ি, অনু: (উর্দূ) -আব্দুল গাফফার হাসান (১৮/=)। **৪.** ইসলামী পরিবার গঠনের উপায় (৪০/=)। **৫.** মুমিন কিভাবে দিন-রাত অতিবাহিত করবে (৩৫/=)। **৬.** ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার (২৫/=)। **৭.** আত্মীয়তার সম্পর্ক (২৫/=)।

লেখক : শামসুল আলম ১. শিশুর বাংলা শিক্ষা (৩০/=)।

অনুবাদক : আব্দুল মালেক ১. ইসলামী আন্দোলনে বিজয়ের স্বরূপ, অনু: (আরবী) -ড. নাছের বিন সোলায়মান (৩০/=)। **২.** যে সকল হারাম থেকে বেঁচে থাকা উচিত, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ (৩৫/=)। **৩.** নেতৃত্বের মোহ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৪.** মুনাফিকী, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৫.** প্রবৃত্তির অনুসরণ, অনু: - ঐ (২০/=)। **৬.** আল্লাহ্র উপর ভরসা, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৭.** ভুল সংশোধনে নববী পদ্ধতি, অনু: - ঐ (২৫/=)। **৮.** ইখলাছ, অনু: -ঐ (২৫/=)। **৯.** চার ইমামের আক্বীদা, অনু: (আরবী) - ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খুমাইয়িস (২৫/=)। **১০.** শরী'আতের আলোকে জামা'আতবদ্ধ প্রচেষ্টা, অনু: (আরবী) - আব্দুর রহমান বিন আব্দুল খালেক (২৫/=)।

লেখক : নূরুল ইসলাম ১. ইহসান ইলাহী যহীর (৩০/=)। ২. শারঈ ইমারত, অনু: (উর্দূ) ২০/=। ৩. এক নযরে আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমল, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (২৫/=)।

লেখক : রফীক আহমাদ ১. অসীম সত্তার আহ্বান (৮০/=)। **২.** আল্লাহ ক্ষমাশীল (৩০/=)।

লেখিকা : শরীফা খাতুন ১. বর্ষবরণ (১৫/=)।

অনুবাদক : আহমাদুল্লাহ ১. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৫০/=)। **২.** যুবকদের কিছু সমস্যা, অনু: (আরবী) -মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **৩.** ইসলামে তাক্বলীদের বিধান, অনু: (উর্দূ) -যুবায়ের আলী যাঈ (৩০/=)।

অনুবাদক : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ১. বিদ'আত ও তার অনিষ্টকারিতা, অনু: (আরবী) - মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (২০/=)। **২.** জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের অপরিহার্যতা, অনু: ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী (৩০/=)। **আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী ১.** জাগরণী (২৫/=)।

অনুবাদক : তানযীলুর রহমান ১. আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা, অনু: (উর্দূ) -মাওলানা আবু যায়েদ যমীর (৩০/=)।

গবেষণা বিভাগ হা.ফা.বা. ১. হাদীছের গল্প (২৫/=)। **২.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান (৫০/=)। **৩.** জীবনের সফরসূচী (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৪.** ছালাতের পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৫.** দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ (দেওয়ালপত্র) ৫০/=। **৬.** ফৎওয়া সংকলন, মাসিক আত-তাহরীক (১৯তম বর্ষ) ৮০/=। **৭.** ঐ, ১৮তম বর্ষ ৮০/=। **৮.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। **৯.** দ্বীনিয়াত শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) (৪৫/=)। **১০.** সাধারণ জ্ঞান (প্রথম ভাগ) (৩০/=)। এতদ্ব্যতীত প্রচারপত্র সমূহ এযাবৎ ১৪টি।